হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.net/www.hindusamhatibangla.com

Vol. No. 7, Issue No. 02, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, February 2018

ভারতের দুর্ভাগ্য আর গান্ধীর দুর্বলতায় এই ভন্ড ও কল্পনাবিলাসী নেহেরু হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেহেরুর এই ভন্ডামি ও কল্পনাবিলাসের পরিণামে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আজ এই দুর্দশা। তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! খেলেন চীনের গুঁতানি। দেশ হলো পরাজিত অপমানিত, আর উনি হলেন শারীরিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

—তপন ঘোষ

হিন্দু সংহতি-র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জেলায় জেলায় ১৪ই ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি

হিন্দু সংহতির দশম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউয়ে বিশাল হিন্দু সমাবেশ হবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী। তারই প্রস্তুতি চলছে জেলায় জেলায়। হাওড়া জেলায় মুকুন্দ কোলের নেতৃত্বে আমতা, জয়পুর, সাঁকরাইল, ডোমজুরে একাধিক কর্মী বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে চিত্তরঞ্জন দে ও সংগঠনের সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য বৈঠকগুলোয় উপস্থিত ছিলেন। হুগলী

জেলাতেও একাধিক কর্মী বৈঠক করেন মুকুন্দ কোলে ও চিত্তরঞ্জন দে। উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কর্মীদের নিয়ে বনভোজন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি দেবদত্ত মাজি, সমীর গুহরায় ও সংগঠনের শুভানুধ্যায়ী প্রসূন মৈত্র। ১৪ই ফেব্রয়ারীর সমাবেশ নিয়ে সেখানে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা হয়। উত্তর ২৪ পরগণার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠনের সহসভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ব্লকে ব্লকে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। বারাসাতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমীর গুহরায়। তিনি বিভিন্ন ব্লকের দায়িত্বশীল কর্মীদের আরো বেশি সক্রিয় হতে বলেন। বাদুড়িয়ায় এতো বড়ো দাঙ্গা হওয়ার পরও এই জেলার কাজ আশানুরূপ বাড়েনি বলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংগঠনের সম্পাদক সুন্দর গোপাল দাস বজবজ, উস্তি, কাকদ্বীপ, ঢোলা, বাসন্তী অঞ্চলে একাধিক কর্মী বৈঠক করেন। অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী সাগর হালদারের নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণার থানায় থানায় কর্মী বৈঠক হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুলতলিতে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি সমীর গুহরায় ও অঞ্চল প্রমুখ শ্যামল মন্ডল। সংগঠনের সহসম্পাদক সুজিত মাইতি রাজ্যের পাঁচটি জেলার ব্লকে ব্লকে প্রচুর বৈঠক করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই সব অঞ্চলে হিন্দু সংহতির কাজ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর সহ সম্পাদক সৌরভ শাসমলের নিরলস পরিশ্রমে দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়াতে হিন্দু সংহতির কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গে পীযূষ মন্ডলের নেতৃত্বে তরুণ কর্মীরা

ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবারে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে আরো সাফল্য দিতে। এবার উত্তরবঙ্গ থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী সমাবেশে আসবে বলে তিনি জানান।

অফিস সম্পাদক ঋদ্ধিমান ব্যানার্জীর নেতৃত্বে কলকাতা মহানগরীতেও হিন্দু সংহতির কাজ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। নিউটাউন, রাজারহাট, বাগুইহাটি অঞ্চলে একাধিক বৈঠক হয়েছে। কলকাতার মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে হিন্দু সংহতির কাজ শুরু হয়েছে ঋদ্ধিমানের নেতৃত্বে। তাঁকে মহানগরের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন কলকাতার প্রমুখ কর্মী জয়ন্ত মাজি ও সৌনক রায়চৌধুরী।

সব বাধা অতিক্রম করে স্কুলে সরস্বতী পুজো হল

বাধা সত্ত্বেও স্কুলের মধ্যে সরস্বতী পূজা করল ছাত্ররা। স্কুলে পূজা করাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহায়তায় সুস্থভাবেই সরস্বতী পূজা করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর থানার দোলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

কিছুদিন আগে একটা বিতর্কিত জমি পরিদর্শনে গেলে উত্তরবঙ্গের হিন্দু সংহতির প্রমুখ কর্মীর উপর হামলা চালায় এলাকার সংখ্যালঘুরা। ফলে এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পোস্টিং আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হবে এই খবর সংখ্যালঘু এক সিভিক পুলিশ পাশের মুসলিম গ্রামে দেয়। সেই গ্রাম থেকে দলে দলে মুসলিম এসে জানায় স্কুলে সরস্বতী পূজা করতে পারবে না। স্কুলের হেডমাস্টার মুস্তাফা হোসেনও মুসলমানদের চাপের কাছে নীরব থাকেন। কিন্তু স্কুলের ছাত্ররা রুখে দাঁড়ায়। তারা স্কুলে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা করতে বদ্ধপরিকর। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিলে ডি.এম., এস.ডি.পি.ও.সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। সব শুনে তাঁরা মুসলিম সমাজের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করেন। মুসলিমদের সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও দোলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হয়। ডি.এম., এস.ডি.পি.ও. নিজে থেকে দাঁড়িয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন। কোনরকম অশান্তি যাতে না হয় তার জন্য দশ গাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

এবার হাওড়া জেলার তেহট্ট হাইস্কুলেও সরস্বতী পুজো হল। গতবছর ইসলামিক জেহাদিদের বাধায় স্কুলের পুজো বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের পড়ুয়ারা আন্দোলন করেও পুজো করতে পারেনি। কিন্তু এবার আগে থেকেই প্রশাসন সজাগ ছিল। তাই জেহাদিরা কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি স্কুলের সরস্বতী পুজোয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসুলডাঙায় হিন্দুগ্রামে মুসলিমদের তান্ডব

অপবিত্র করা হল কালী মন্দির

গত ৭ জানুয়ারী, ২০১৮ রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার থানার বাসুলডাঙার উত্তর অম্বলহাড়া গ্রামের মন্দিরতলার কালী মন্দিরের বারান্দায় সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই গ্রামের বাসিন্দা এক মুসলিম যুবক হাবু লস্কর (বয়স - ২৮, পিতা - গোলাম লস্কর) কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে মদ্যপান করে ও মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করে। স্থানীয় হিন্দু যুবক ও দোকানদাররা আপত্তি করলে, ছোটোখাটো বাগবিতন্ডা ও উভয়ের মধ্যে ছোটোখাটো মারামারি হয়। প্রাথমিকভাবে মার খেয়ে মুসলিমরা পালিয়ে যায়। কিন্তু, পরদিন সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ হাবু লস্কর প্রায় ৭০-৮০ জন মুসলমানকে নিয়ে হিন্দুদের গ্রামের মধ্যে ঢুকে আচমকা হিন্দুদের আক্রমণ করে। অতর্কিত এই আক্রমণে হিন্দুরা ভয়ে সব পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন শ্রী মিঠু হালদার (বয়স - ২৮, পিতা - জয়দেব হালদার), পলাশ মন্ডল (বয়স - ২৩, পিতা - ভীম মন্ডল), কালিদাস (বয়স - ৩২, পিতা - রাজকুমার), সৌমিত্র হালদার (বয়স - ২২, পিতা - তপন হালদার) মুসলমানদের মারে গুরুতর আহত হয়। এদের মধ্যে মিঠুনের মাথায় লোহার রড দিয়ে আঘাত করার ফলে তার মাথা ফেটে রক্ত পড়তে থাকে। স্থানীয় পঞ্চগ্রাম হাসপাতালে মিঠুনকে নিয়ে গেলে সেখানে তার মাথায় ৮টি সেলাই দিতে হয়। গ্রামবাসীরা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেও এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে কোনো কেস বা ডায়েরী করা সম্ভব হয়নি। স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার আলপনা হালদার বলেন যে, ডায়মন্ডহারবার থানায় বসে বিষয়টা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু স্থানীয় যুবকেরা বিষয়টি মিটিয়ে নিতে স্বীকার করেনি, পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তারা তৈরি হচ্ছে।

হাওড়া ঃ তেহট্ট হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জয় হল

গত বছর জেহাদিদের তাণ্ডবে হাওড়া জেলার তেহট্ট স্কুলে সরস্বতী পুজো হয়নি, প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পুলিশের মারে রক্তাক্ত হয়েছিল স্কুলেরই ছাত্রী প্রিয়া বাগ। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। তাই এবার জেহাদিদের সমস্তরকম অন্যায় এবং বাধা সত্ত্বেও স্কুলে সরস্বতী পুজো করলো ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলে পুজো করার ব্যাপারে প্রশাসনের সহযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে একই রাতে কালী, শীতলা ও মনসা মন্দিরে চুরি

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাটে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ও আক্রমণের জন্য সুবিদিত। কারণ ওই থানা এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বিগত কয়েক দশক ধরেই ওখানে হিন্দুর ধর্মীয় স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তার রেশ ধরেই এবার একই রাতে তিনটি মন্দিরের দরজা ভেঙে একই গ্রামের কালী, শীতলা ও মনসা মাতার মন্দিরে চুরি হয়ে গেল। ঘটনাটি গত ঘটে গত ১১ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার মগরাহাট থানার অন্তর্গত মৌখালীর কালীতলা গ্রামে। মন্দিরের সেবাইতরা হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে জানান যে, দুষ্কৃতিরা প্রতিমার গায়ের সোনা, রুপোর অলঙ্কার এবং মন্দিরের পিতলের বাসনপত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আমাদের কথা

১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংকল্প দিবস পালনের আহ্বান হিন্দু সংহতি-র

এসে গেল ১৪ই ফেব্রুয়ারী। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-বাংলাসহ সমস্ত হিন্দুদের সংকল্পের দিন। কিসের সংকল্প? মাটি বাঁচানোর সংকল্প, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচানোর সংকল্প, লাভ জেহাদের হাত থেকে হিন্দু মেয়েদের বাঁচানোর সংকল্প, হিন্দুর মঠ-মন্দির রক্ষা করার সংকল্প। ২০০৮সালের ১৪-ই ফেব্রুয়ারী এই সংকল্পকে সাকার করতে তপন ঘোষের নেতৃত্বে জন্ম হয়েছিল হিন্দু সংহতির। ২০১৮-এ তার দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে চলেছে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউ-এ।

বিগত শতাব্দীর ৭০দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি কার্যকলাপ ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। এদের লক্ষ্যটা কি? দেশভাগের সময় পুরো বঙ্গ প্রদেশটাই ছিল পাকিস্তানের দাবি। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সংগ্রামী লড়াইয়ের ফলে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ রয়ে গেল ভারতে। পাকিস্তানপন্থীদের স্বপ্ন ধাক্কা খেল। ইসলামিক জেহাদিরা সেই স্বপ্নকেই বাস্তব করতে উঠে পড়ে লেগেছে। পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রেটার বাংলাদেশ (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) মোগলিস্তান গড়ার স্বপ্ন। রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামিক ভোটব্যাঙ্কের দাসত্ব করে। তাই সমূহ বিপদের কথা জেনেও তারা চুপ। আর পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী? ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পড়ে তারা বসে আছেন। এঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার আরেক নাম তো মুসলিম তোষণ। হিন্দু নামে এদের চুলকানি হয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের চরম সর্বনাশ হতে দেখেও এঁরা চোখে ঠুলি পড়ে আছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতা এঁরা কোনোদিনই পালন করেনি।

আজ ২০১৮ এসে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটা একবার নিজের চোখেই দেখুন। হিন্দু তার ব্যক্তিগত আস্থা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, তার মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা, তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা - সবকিছুই জেহাদি আগ্রাসনের চাপে হারাতে বসেছে। শুধু ওপার বাংলা নয়, এপার বাংলাতেও প্রতিদিন হিন্দু কৃষক তার একমাত্র সম্বল পায়ের তলার জমি হারাচ্ছে, মৎস্যজীবী তার পুকুর বা ভেরীর দখল হারাচ্ছে। লাভ জেহাদের প্রতারণার শিকার হয়ে হিন্দু মেয়ে ধর্ম হারাচ্ছে, সম্ভ্রম হারাচ্ছে এমনকি প্রাণ পর্যন্ত হারাচ্ছে। ওদিকে হিন্দু যুবকদের চাকরীর বা অন্য কোনো লোভনীয় ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। হিন্দু যুবক চাকরী ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সুযোগ হারাচ্ছে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের যাঁতাকলে আর প্রতিদিন হিন্দু দিনমজুরের রুজি কেড়ে নিচ্ছে অপেক্ষাকৃত সস্তা বাংলাদেশী মুসলমান দিন মজুরের দল। প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের কোথাও না কোথাও হিন্দুর মঠ-মন্দির হারাচ্ছে তার পবিত্রতা, দেব-দেবীর মূর্তি ভেঙে প্রতিদিন চলছে জেহাদি উল্লাস।

পশ্চিমবঙ্গের বুকে জেহাদি আগ্রাসন ও অত্যাচার যত বাড়ছে সাধারণ হিন্দুর কাছে ততই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে হিন্দু সংহতি। কারণ শুধু প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নয়, প্রতিকারের পথে হেঁটে গ্রাম-বাংলাসহ সমস্ত হিন্দুর আশা-ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে হিন্দু সংহতি। সারা বাংলা ব্যাপী একটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এই সংগঠন। এবং তা সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিকভাবে। আপামর হিন্দুকে এক ছাতার তলায় এনে সামগ্রিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে শক্তিশালী জেহাদিদেরকে প্রতিরোধ করা সক্ষম হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের জেহাদিরা একলা নয়। পাকিস্তানের মদত আছে তাদের পিছনে। উগ্রপন্থী দলগুলোর সমর্থন আছে, সর্বোপরি আরব দুনিয়ার আর্থিক সাহায্য আছে এদের পিছনে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পাশে এরাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলো দাঁড়াতেও রাজি নয়। তাই রাজনীতি হিন্দুর সমস্যার সমাধান নয়। হিন্দুকে মাটি ও আত্মসম্মান বাঁচানোর লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে, এই সত্য আজ গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে হিন্দু সংহতি পৌঁছে দিয়েছে।

গত দশ বছর ধরে হিন্দু সংহতি পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার গ্রামে হিন্দু যুবকদের পায়ের নীচের মাটি বাঁচানোর লড়াইয়ের মন্ত্র শিখিয়েছে। আর এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৪ই ফেব্রুয়ারী। তাই এই দিনকে সংকল্প দিবস হিসাবে সমগ্র জাতির কাছে তুলে ধরেছি। এই সংকল্প প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প। এই সংকল্প প্রকৃত জেহাদমুক্ত বাংলা গড়ার সকল্প। এই সংকল্প হিন্দুর আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বরক্ষার সংকল্প। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হল সেই সংকল্প থেকে শপথ নেওয়ার দিন। ধর্মতলার বুকে হিন্দু সংহতির বিশাল সমাবেশে যোগদান করে হিন্দুর নতুন ইতিহাস রচনা করে এবং তপন ঘোষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সংকল্প গ্রহণ করি।

সমুদ্রগড়ে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ হিন্দু সংহতির

প্রতি বছরই গ্রাম বাংলার দরিদ্র হিন্দুদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে থাকে হিন্দু সংহতি। ২০১৫ সালে সমুদ্রগড়-এ জেহাদি হামলার পর থেকে সেখানে হিন্দু সংহতির কাজ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ঐ অঞ্চলে এবারে সাধারণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি। গত ৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে কম্বল ও শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটি নাদনঘাটের নিবীন সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহ সম্পাদক শ্রী সুজিত মাইতি মহাশয়, নাদনঘাটের প্রমুখ কর্মী সঞ্জয় সূত্রধর এবং হিন্দু সংহতির শুভকাঙ্ক্ষী শ্রী বিবর্জন সরকার।

হুগলীর ফুরফুরাতে দুষ্কৃতিদের ফেলে রাখা বোমা ফেটে মারাত্মক আহত হিন্দু বালক

২০১৮-এর ১জানুয়ারী, সোমবার আনুমানিক সকাল ৯টা ১৫ মিনিট নাগাদ হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার ফুরফুরা গ্রামে কৌটো বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয় অমিত দাস (চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র) - পিতা ছটু দাস। অমিত ফুরফুরার ধাড়াপাড়ার বাসিন্দা। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মড়িপুকুর শ্মশান ও ফুরফুরা মাঠ সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি ব্যাগের মধ্যে দুটি কৌটোবোমা ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। বালক অমিত দাস কৌতুহলবশত সেই ব্যাগ কুড়িয়ে কৌটো খুলতে গেলে বিকট বিস্ফোরণ হয় এবং তার বুক ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়। তৎক্ষণাৎ তাকে ফুরফুরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করে দেওয়া হয়। অমিতের শরীরে লোহার টুকরো ঢুকে থাকার ফলে তা বের করার জন্য চিকিৎসকদের অস্ত্রপোচার করতে হয়। বিস্ফোরণের পরে জাঙ্গীপাড়া থানার পুলিশ এসে এলাকাটি ঘিরে রাখে এবং অবশিষ্ট বিস্ফোরকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কাউকে গ্রেপ্তার বা আটকের খবর নেই। ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিনেই এমন দুর্ঘটনায় গ্রামবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরে। দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পুলিশ-প্রশাসনের উপর জনগণের চাপা ক্ষোভ তৈরী হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অমিত দাস কিছুটা সুস্থ আছে এবং বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ওসিকে মারধোরের ঘটনায় ঢোলাহাট থেকে গ্রেপ্তার ৫

শ্যামপুর থানার বারগ্রাম মুন্সিপাড়ায় ওসি সুমন দাস সহ পুলিশ কর্মীদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে গত ৮ই জানুয়ারী, সোমবার ভোরবেলা পুলিশ আরও ৫জনকে গ্রেপ্তার করলো। এদিন ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাট থানার জগদীশপুর থেকে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় মুন্সিপাড়ার বাসিন্দা বাবর মুন্সি, বরহান মুন্সি, রমজান মুন্সি, ইব্রাহিম মুন্সি সহ মোট ৫জনকে ধরেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে ঘটনার পর মুন্সিপাড়া জনমানবশূন্য। যে যেখানে পেরেছে ঘরে তালা লাগিয়ে সপরিবারে পালিয়েছে। গ্রামে এখন পুলিশি টহল ছাড়া কিছুই নেই। এমনকী মহিলারাও বাড়িছাড়া। ঘটনার দিনই পুলিশ মূল অভিযুক্ত মুন্সি মতিয়ার রহমান সহ মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই নিয়ে মোট ২২ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো পুলিশ। বাকী অভিযুক্তদের খোঁজে জোর তল্লাশি জারি রয়েছে। অন্যদিকে, চিকিৎসাধীন ওসি সুমন দাসের অবস্থা আগের তুলনায় কিছুটা ভালো বলে জানা গিয়েছে। সুমনবাবুর সিটি স্ক্যান করা হয়েছিল সোমবার। তাতে কোনও অবনতি লক্ষ্য করা যায়নি। চিকিৎসকেরা বলেন আহত ওসির মাথায় এখনও রক্ত জমে রয়েছে। ওষুধ দেওয়া হয়েছে আশা করা যায় মস্তিষ্কে জমে থাকা রক্ত ধীরে ধীরে মিশে গেলে অবস্থার উন্নতি হবে।

উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ মুসলিমদের, প্রতিবাদে হিন্দুদের রেল অবরোধ

গত ৭ই জানুয়ারী, রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দত্তপুকুর থানা এলাকায় হিন্দুদের একটি পিকনিক পার্টি মাইক বাজিয়ে ফেরার পথে তাদের উপর হামলা চালালো মুসলিমরা। ঐদিন রাতে হিন্দুরা কাটরা-কদম্বগাছি রাস্তা দিয়ে পিকনিক সেরে ফিরছিল। কিন্তু রাস্তার মোড়ে একটি মসজিদ আছে। সেখানে থাকা মুসলিমরা মাইক বন্ধ করে যাওয়ার কথা বলে। এতে পিকনিক দলের লোকজন মাইক বন্ধ করতে অস্বীকার করলে স্থানীয় মুসলিমরা পিকনিক থেকে ফেরা হিন্দুদের ব্যাপক মারধর করে। তাদের মারে অনেকে গুরুতর আহত হয়। এমনকি মুসলিমরা পিকনিক পার্টির মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। তাদের হামলার জেরে মহিলা, শিশু সহ ১৫জন জখম হন। তার মধ্যে কয়েকজন বারাসত জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

এই ঘটনার জেরে গত ৮ই জানুয়ারী, সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ স্থানীয় হিন্দুরা দত্তপুকুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে। রেল লাইনের ওপরে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দুরা। তাদের দাবী ছিল আক্রমণকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। কিন্তু পুলিশ অবরোধ তুলতে গিয়ে বেধড়ক লাঠিচার্জ করতে শুরু করলে অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের খন্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাদের লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। তাতে তিনজন পুলিশ কর্মী জখম হন। পরে, পরিস্থিতি সামাল দিতে বাইরে থেকে অতিরিক্ত বাহিনী, র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্স নামানো হয়। অবরোধকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের পক্ষ থেকে কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো হয়। বেলা ১২টা নাগাদ অবরোধ ওঠে। ঐদিন দত্তপুকুর থানায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করা হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ মাত্র ২জন মুসলমান দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। তবে পুলিশ অবরোধ তুলতে যেভাবে নিরীহ হিন্দুদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে তাতে জেলার বিস্তীর্ণ অংশের হিন্দুরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

হিন্দুপাড়ায় হুকিংয়ের চেষ্টা মুসলিমদের, হিন্দুরা বাধা দিলে সংঘর্ষ মথুরাপুরে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রান্তিক এলাকার মথুরাপুর ব্লক। এই ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের অন্তর্গত তালপুকুর গ্রাম। গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত। তালপুকুর-এর পাশের গ্রাম হিন্দু অধ্যুষিত সাধঘরা গ্রাম। গত ২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার আনুমানিক দুপুর ১২টা নাগাদ তালপুকুর থেকে একদল মুসলমান হুকিং করতে সাধঘরা গ্রামে আসে। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা এই হুকিংয়ের প্রতিবাদ করে, যার নেতৃত্বে ছিলেন গ্রামের কয়েকজন হিন্দু সংহতির কর্মী। তখনকার মতো বাধা পেয়ে মুসলিমরা চলে যায়। কিন্তু কিছুসময় পরে মুসলিমরা বিশাল দলবল নিয়ে এসে অতর্কিতে হিন্দুদের ওপর হামলা করে এবং যে হিন্দুরা হুকিং করতে বাধা দিয়েছিলো, তাদের প্রচন্ড মারধর করে। এতে বাপ্পা সরদার নামের একজন হিন্দুর মাথা ফেটে যায়। হিন্দুরা পরে পাল্টা মার দিলে চারজন মুসলিম আহত হয় এবং মুসলিমরা পালিয়ে যায়। পরেরদিন ২৫শে ডিসেম্বর মথুরাপুর থানায় আহত হিন্দুরা অভিযোগ জানাতে গেলে থানায় থাকা ডিউটি অফিসার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন। ফলে হিন্দুরা বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই গত ২৯শে ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ওই গ্রামের চারজন হিন্দু - বাপ্পা সরদার, গৌতম সরদার, প্রভাস সরদার এবং দীপু নাইয়া-এর নামে মথুরাপুর থানা থেকে নোটিশ আসে এবং থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। এছাড়াও হিন্দু সংহতির অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী যুধিষ্ঠির মন্ডলের নামেও অভিযোগ করা হয়েছে থানায়। নোটিসে দেখা যায় যে গত ২৫শে ডিসেম্বর মুসলিমরা চারজন হিন্দুর নামে মথুরাপুর থানায় কেস দায়ের করেছে, যার নম্বর ৩৪৬/১৭। যার ভিত্তিতে মথুরাপুর থানা ৩৪১,৩২৩,৩২৫, ৫০৬,৩৪IPC ধারায় মামলা দায়ের করেছে। পুলিশের এই অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা বাধ্য হয়ে ডায়মন্ড হারবার কোর্টে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

‘‘শ্রীকৃষ্ণের যে শিক্ষা মানুষ নিতে পারল না’’

তপন ঘোষ

শাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহে ১২৫ বছর বেঁচেছিলেন। রাম এবং কৃষ্ণ, বিষ্ণুর এই দুই কথিত অবতার সত্যিই অবতার ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে, কিন্তু এই দুইজন যে যুগ ও কালের নিরিখে নরশ্রেষ্ঠ ছিলেন এ বিষয়ে খুব বেশি দ্বিমত নেই। কিন্তু যে কথাটা সাধারণ হিন্দুরা বুঝতে পারে না অথবা বুঝতে চায় না তা হল স্বয়ং ভগবানও যখন (যদি) মানবী মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁরা এই পৃথিবীতে নরলীলা করতেই আসেন, দেবলীলা দেখাতে নয়। তাই তাঁদের সারাজীবনের সমস্ত কাজ ও ঘটনা মানুষের মতই হওয়ার কথা। দৈবী শক্তির সাহায্য নিয়ে যুক্তি ব্যাখ্যার বাইরে অলৌকিক ঘটনা ঘটানো তাঁদের কাজ নয়। কিন্তু সাধারণ হিন্দুর ধারণা ঠিক উল্টো। তারা ভাবে অবতার মানেই অলৌকিক শক্তির অধিকারী, আর অলৌকিক কাজ করার জন্যই তাঁর পৃথিবীতে আসা। রামভক্তদের মধ্যে ৯৯.৯ শতাংশ হিন্দুই জানে না যে রাবণ যখন সীতাকে অপহরণ করল তার আগে লক্ষ্মণ কোন গণ্ডিরেখাই টেনে যায়নি। অর্থাৎ লক্ষ্মণরেখা বলে কোন কিছুর উল্লেখ মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই। ওটা পরবর্তীতে বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের অনুবাদে এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানসে ঢুকেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে লক্ষ্মণ একটা রেখা টেনে গিয়েছিল এবং সীতা সেই রেখা অতিক্রম করে বলেই রাবণ তাঁকে অপহরণ করতে পেরেছিল। এটা সত্য নয়। রাবণ কুটিরে ঢুকে গায়ের জোরেই সীতাকে অপহরণ করেছিল—ঠিক এরকমটাই বাল্মীকি রামায়ণে লেখা আছে। এছাড়াও গোটা রামায়ণ পড়লে পড়ে রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, মারীচ প্রভৃতির যত অলৌকিক কাণ্ড বা শক্তি দেখা যায় রামচন্দ্রের কাজকর্মের মধ্যে অত অলৌকিকতা দেখা যায় না। অর্থাৎ আমার বক্তব্য, রামচন্দ্র নরশ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈবশক্তি বা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়।

ফিরে আসি শ্রীকৃষ্ণের কথায়। কৃষ্ণের জীবনকাহিনী মূলত চারটি গ্রন্থে পাওয়া যায়—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং মহাভারত। এর মধ্যে আমার মহাভারতটা খুব ভালো করে পড়া আছে। বাকিগুলো সম্বন্ধে কম জানা আছে। ভালোভাবে পড়লে এবং খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুইবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন ও শিশুপাল বধের সময় সুদর্শন চক্র আহ্বান করা—এইরকম অল্প কয়েকটি ঘটনা ছাড়া প্রায় আর কোথাও কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমি সবাইকে আহ্বান করবো, গ্রন্থগুলি খুঁটিয়ে পড়ুন, দেখবেন কৃষ্ণের জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই মানুষের মতো। কখনও যুদ্ধে পালাচ্ছেন, কখনও চালাকি করছেন, কখনও পাণ্ডবদের বকাঝকা করছেন, কখনও বুদ্ধি দিচ্ছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন, সবই মানুষের মতো।

দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত এই শ্রীকৃষ্ণের সারা জীবনের কাজ, ঘটনা ও শিক্ষা অসংখ্য। কৃষ্ণকে নিয়ে আজ পাঁচ হাজার বছর পরেও বিশ্বের একশো কোটিরও বেশি মানুষ মেতে আছে। কৃষ্ণভক্তি প্রচুর মানুষের মধ্যে আজও আছে। এইখানেই আমাদের মতো হিন্দু কর্মীদের ক্ষোভ। কৃষ্ণভক্তরা কৃষ্ণকে ভক্তি করেন, পূজা করেন কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেন না। শুধু তাই নয়, একথা তাদেরকে বলতে গেলে তারা বলেন—কৃষ্ণ তো স্বয়ং ভগবান। ভগবান যা করতে পারে সাধারণ মানুষের দ্বারা কি তা সম্ভব? তাই ভক্তি সহকারে কৃষ্ণের পূজা করে তাঁর কৃপা চাওয়াই মানুষের পরম কর্তব্য। কৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু শেখা কর্তব্য নয়।

আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, কৃষ্ণভক্তদের এই চিন্তা ও মানসিকতা সম্পূর্ণ ভুল। কৃষ্ণ যদি অবতারও হন তবুও তিনি মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এসেছিলেন, পূজা নেওয়ার জন্য নয়।

মানুষের জন্য কৃষ্ণের দেওয়া শিক্ষা অনন্ত। তার সবটা নেওয়া তো দূরের কথা, তার পরিমাপ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট্ট শিশুর মা ক্ষীর-ননী হাতের নাগালের বাইরে ঝুলিয়ে রাখলে কিভাবে ক্ষীর-ননী চুরি করে খেতে হয়, ছোট্ট শিশুদেরকে সে শিক্ষাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। আবার কিভাবে জরাসন্ধের দু'পা চিরে দিয়ে হত্যা করতে হয় তাও তিনি ভীমকে শিখিয়েছিলেন। কৃষ্ণের এইসব অনন্ত ও অসংখ্য শিক্ষার মধ্যে তিনটি শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ যা মানুষ নিতে পারেনি, সেগুলি আজকে আমার আলোচ্য বিষয়।

প্রথম শিক্ষাটি হল সমস্ত মানুষের জন্য। দ্বিতীয় শিক্ষাটি আদর্শ নিয়ে চলা যে কোন সংগঠনের কর্মীদের জন্য এবং তৃতীয় শিক্ষাটি প্রত্যেকটি সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্য।

কৃষ্ণ সারাজীবনেই কখনও অন্যের কাজ করে দেননি এবং নিজের কাজও অন্যকে দিয়ে করাননি। একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে।

পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণ নিমন্ত্রিত। শিশুপালও নিমন্ত্রিত। সেই অনুষ্ঠানে শিশুপাল কৃষ্ণকে আজেবাজে কথা বলে অপমান করল। এই পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে কৃষ্ণের কি করা উচিৎ ছিল? অনুষ্ঠানবাড়ি পাণ্ডবদের। সেখানে একজন অতিথিকে আর একজন অতিথি অপমান করলে গৃহকর্তারই উচিৎ হস্তক্ষেপ করা এবং নিমন্ত্রিত অতিথির সম্মান রক্ষার জন্য যথাযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া। সেই ক্ষমতা পাণ্ডবদের ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ গৃহকর্তার তোয়াক্কা না করে নিজেই অস্ত্র চালিয়ে শিশুপালকে বধ করলেন। অর্থাৎ তাঁর অপমানের প্রতিকার করার সুযোগ অন্য কাউকে দিলেন না, নিজের কাজ নিজে করলেন। আবার জরাসন্ধকে মারার সময় নিজে হাত লাগালেন না। শুধু ভীমকে বুদ্ধি দিলেন। কারণ কী? কারণ, জরাসন্ধ ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণের কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু সে বহু রাজাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে রেখেছিল। তাই সমস্ত রাজাদের প্রতিনিধি হিসাবে পাণ্ডুপুত্রকে (রাজপুত্র) দিয়ে জরাসন্ধের অন্যায়ের প্রতিকার করলেন।

কৃষ্ণের ঘটনাবহুল জীবনে সবথেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ রচনা করে তিনি সাধারণ মানুষকে ওই শিক্ষাটাই খুব বড় ভাবে দিতে চেয়েছেন। পাণ্ডবদের রাজ্য অন্যায় করে ছলচাতুরি করে কৌরবরা নিয়ে নিয়েছিল। তার আগেও জতুগৃহ প্রভৃতি অনেক ঘটনায় কৌরবরা পাণ্ডবভাইদের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল। এই বিশাল যুদ্ধে সেইসব কিছুর ফয়সালা হবে এবং পাণ্ডবদেরকে নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করতে হবে। তাহলে কাজটা কার? দরকারটা কার? পাণ্ডবদের। কারা ধর্মের পথে আছে ও কারা অধর্ম করেছে? কৌরবরা অধর্ম করেছে এবং শত কষ্টেও পাণ্ডবরা ধর্মের পথ ছাড়েনি। এই পটভূমিতে যখন এই বিশাল যুদ্ধ লাগল তখন কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষে হাত লাগাবেন না, অস্ত্র ধরবেন না আগেই এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং যুদ্ধে সেটা করেও দেখালেন। তাহলে শিক্ষাটা কি? তা হল, পাণ্ডবদের কাজ পাণ্ডবদেরকেই করতে হবে। কৃষ্ণ কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করবেন না—সে পাণ্ডবরা যতই তাঁর ঘনিষ্ঠ হোক আর যতই ধর্মপক্ষে থাকুক। এমনকি যখন তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের প্রিয়পুত্র বীর অভিমন্যুকে অন্যায়ভাবে যুদ্ধে হত্যা করা হল তখনও কৃষ্ণ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলেন না। তাহলে যে কৃষ্ণ তাঁর জীবৎকালে আত্মীয় বান্ধব সখা প্রিয় পাণ্ডবদের কাজে হাত লাগালেন না, সেই কৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর পরে শুধু নামগান করা ভক্তদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন এটা আশা করা উচিৎ কি? গোটা পূর্ববঙ্গে দেশবিভাগের সময় যখন মুসলমানরা হিন্দুদের কচুকাটা করছিল, সম্পত্তি লুঠ করছিল, নারীদের ধর্ষণ করছিল তখন সেখানকার কৃষ্ণভক্ত হরিনাম করা হিন্দুরা পাণ্ডবদের মতো হাতে অস্ত্র তুলে না নিয়ে শুধু কোথা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে বুক চাপড়াচ্ছিল। এটা কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণের দেওয়া শিক্ষার ঠিক বিপরীত আচরণ হল না। হ্যাঁ, তাই হল। পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণব হিন্দুরা কৃষ্ণের শিক্ষা অমান্য করে অধর্ম করেছিল। পরিণাম যা হওয়ার তাই হল। লাঞ্ছিত, অপমানিত ও গৃহচ্যুত হল। যারা বেঁচে থাকল তারা রিফিউজি হল, বাকিরা মারা গেল।

সর্বসাধারণ মানুষের জন্য এই ছিল কৃষ্ণের শিক্ষা। নিজের কাজ নিজে করতে হবে। নিজের প্রাণ, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষা নিজে করতে হবে। ভগবান এসে করে দেবে না। ভগবানকে আকুল হয়ে ডাকলেও করে দেবে না।

দ্বিতীয় শিক্ষা, যে কোন আদর্শবাদী সংগঠনের কর্মীদের জন্য। সেই শিক্ষার নাম আমার মতে অপ্রেম বা প্রেমহীনতা। সাধারণ মানুষ কৃষ্ণকে প্রেমের দেবতা বলে মনে করে। আমি মনে করি কৃষ্ণ অপ্রেমের দেবতা বা অবতার।

কৃষ্ণের বাল্যকাল নিয়ে কত লীলা, কত গল্প। হাসি-কান্না, খেলা, নাচ গান, দুষ্টুমি প্রেম---বৃন্দাবনের সে কত কাহিনী। সেখানে সকলের নয়নমণি বালক কৃষ্ণ। কতজন কত নামে ডাকে। ছোট্ট কৃষ্ণ সকলের আদর ভালোবাসা স্নেহ পায়। আর বন্ধুদের মধ্যে সে তো মধ্যমণি। কত আনন্দে তার দিন কাটে। তার উপর সে তো ছিল বৃন্দাবনে আশ্রিত বালক। ঐ বৃন্দাবনই তো তাকে কংসের হাত থেকে রক্ষা করে আশ্রয় দিয়েছে। সেই বৃন্দাবন বা গোকুল কৃষ্ণকে আশ্রয় দিয়েছে, নিরাপত্তা দিয়েছে, স্নেহ ভালোবাসা সবকিছু দিয়েছে। সেই কৃষ্ণ যখন দশ বছর আটমাস বয়সে গোকুল ছেড়ে মথুরা গেলেন নিজের মামা কংসকে বধ করতে, তারপর সারা জীবনে একবারও তিনি আর গোকুলে ফিরে আসেননি। তিনি পরবর্তী জীবনে দ্বারকাধীশ হয়েছেন। কত তাঁর নামডাক হয়েছে। বৃন্দাবনবাসীরা সেইসব কথা শুনেছে জেনেছে। তাদের সেই আদরের গোপাল যদি একবার বৃন্দাবনে আসত তাহলে বৃন্দাবনবাসী কত খুশি হত? মা যশোদা যিনি গোপালকে বুকের দুধ খাইয়েছেন তাঁর মনপ্রাণ কত ভরে যেত! এটুকু করা কি কৃষ্ণের কর্তব্য ছিল না। বৃন্দাবনের ঋণ মেটাতে এটুকু করা কি তাঁর উচিৎ ছিল না? সাধারণ মানুষ হলে তা ছিল। কিন্তু কৃষ্ণ তো সাধারণ মানুষ নন। তিনি তো অসাধারণ মানুষ। তাই তিনি অপ্রেমী। প্রেমহীন স্নেহহীন মমতাহীন। (নির্মমো নিররঙ্কার সমঃ দুঃখ সুখক্ষমী) তাঁর জীবনে প্রেম দয়া মায়া স্নেহ মমতা করুণা কোন কিছু ছিল না। শুধু ছিল একটাই জিনিস, তা হল কর্তব্য। সে কর্তব্য কী? অধর্মের নাশ করে ধর্ম স্থাপন করা। অনুরাগ বা বিরাগের জন্য কেউ তাঁর আপন নয়, কেউ তাঁর পর নয়। তাই স্নেহ ভালোবাসা কৃতজ্ঞতায় তিনি কারো কোন উপকার করবেন না, কাউকে কোন সাহায্য করবেন না, অধর্মের নাশ ও ধর্মের স্থাপনের জন্য যা যা করণীয় শুধু তাই করবেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত ছিল। যে কোন আদর্শ নিয়ে চলা প্রত্যেক সংগঠনের প্রত্যেকটি কর্মীর এই শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। আদর্শ মানে লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে যখন যা করা দরকার তখন তাই করবো, কারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের জন্য নয়, কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে নয়। শুধু আদর্শের জন্য কাজ করবো, শুধু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করবো, তার জন্য মায়া মমতা স্নেহ ভালোবাসা ত্যাগ করতে হবে। কর্তব্য পালনের জন্য মমতাহীন অর্থাৎ নির্মম হতে হবে। এই ছিল কৃষ্ণের দ্বিতীয় শিক্ষা—সংগঠনের কর্মীদের জন্য।

কৃষ্ণের তৃতীয় শিক্ষা। এই শিক্ষা যে কোন সংগঠনের (কোম্পানি বা অফিস বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়) সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্য।

কৃষ্ণ মৃত্যুর আগে অর্থাৎ নিজের জীবন শেষ হওয়ার আগে নিজ বংশকে ধ্বংস করে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে কোন সফল ব্যক্তি জীবনে অনেক ধনসম্পদ ও সুনাম অর্জন করে। যে কোন সংগঠনের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। সংগঠনের সুনামকে আধুনিক পরিভাষায় ‘গুডউইল’ বা ‘ব্র্যান্ড ভ্যালু’ বলা হয়। এর অনেক দাম। এই ব্র্যান্ডকে ভাঙিয়ে অনেক কিছু করা যায়। টাকা রোজগার করা যায়, নেতা হওয়া যায়, এম.এল.এ., এম.পি. হওয়া যায়, মন্ত্রী হওয়া যায় ইত্যাদি। কিন্তু যারা সংগঠনের ব্র্যান্ড বা গুডউইলকে ভাঙিয়ে এগুলো করে তারা যে সেই সংগঠনের মূল আদর্শ অনুসার সেই আদর্শের পূর্তির জন্য কাজ করবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করে না। ঐ সংগঠনের নাম ও পদকে অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা ধান্দাবাজি করে। তার ফলে সাধারণ সমাজ প্রথমে ধোঁকা খায় এবং পরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সমস্ত সংগঠনের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়, সংগঠন বেশ কিছু ধান্দাবাজ ব্যক্তির কায়েমী স্বার্থপূরণের মাধ্যম বা উপকরণে পরিণত হয়। সংগঠনের প্রকৃত আদর্শবাদী নেতা ও কর্মীরা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষও তা বুঝতে পারে। সেই অবস্থায় সেই সংগঠন সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অভিশাপ। এক সময়ে ভালো উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়া সংগঠনের দ্বারা তখন সমাজের ক্ষতিই হতে থাকে। সেই সংগঠন যদি তখন বন্ধ হয়ে যায়, ভেঙে যায় বা ভেঙে দেওয়া হয় তাতেই সমাজের কল্যাণ। কারণ সংগঠন তখন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

গান্ধীজী একথা খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন বলেই দেশের স্বাধীনতার পরেই তিনি কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। আর.এস.এস. প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সংগঠনের যেন কোন জুবিলি (জয়ন্তী) পালন না করতে হয়। প্রথম জয়ন্তীকে বলে রৌপ্য জয়ন্তী, যা ২৫ বছরে পালিত হয়। ডাক্তারজীর চিন্তা অনুসারে সংঘের কাজ ২৫ বছরের বেশি চলবে না। সেজন্য তিনি যেমন জুবিলি পালন না করার কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, ‘‘ইয়াচি দেহী ইয়াচি ডোরা’’ (মারাঠি ভাষায়) যার অর্থ হল ‘‘এই দেহে এই চোখে’’। সুতরাং ডাক্তারজী নিজের চোখে সংঘের লক্ষ্যপ্রাপ্তি দেখে যেতে চেয়েছিলেন যার জন্য ২৫ বছরের বেশি সময় লাগবে না। আর সেইজন্যই তিনি সংঘের কোন সংবিধান তৈরি করে যাননি। ডাক্তারজীর জীবনকালেই সংঘের কার্যপদ্ধতির বেশ কিছু পরিবর্তন তিনি করেছিলেন। তার মধ্যে সবথেকে বড় পরিবর্তন ছিল ১৯৪০ সালে একটি দীর্ঘ কেন্দ্রীয় বৈঠকে সংঘের মারাঠি ও হিন্দি ভাষায় প্রার্থনা পরিবর্তন করে সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অন্য প্রার্থনা তৈরি ও গ্রহণ করা। কিন্তু তখনও তিনি সংঘের জন্য কোন সংবিধানের প্রয়োজনীয়তার অনুভব করেননি। কেন কেউ ভেবে দেখেছেন কি? আমার মতে সংঘের কাজ যেন দীর্ঘস্থায়ী না হয়, দ্রুত লক্ষ্যপ্রাপ্তি করে যেন এই সংগঠনের বিসর্জন হয়ে যায়, সেইজন্যই ডাক্তারজী সংগঠনের কোন সংবিধান তৈরির দরকার মনে করেননি।

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

‘‘শ্রীকৃষ্ণের যে শিক্ষা মানুষ নিতে পারল না’’

বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও ধর্মগুরুকেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলোর দিকে দেখুন। অনুকূলচন্দ্র, স্বরূপানন্দ, মতুয়া, রামঠাকুর—এগুলির সবগুলিই এক একজন গুরুর অনুগামী গোষ্ঠী, তা থেকে সম্প্রদায় এবং সেই সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সংগঠন। গুরুর হয়তো একটা মহান উদ্দেশ্য বা আদর্শ ছিল, গুরুর ছিল আধ্যাত্মিক সাধনা বা উপলব্ধি। কিন্তু গুরু পরবর্তী তাঁর সংগঠনে সেসব আর কিছু থাকে না। থাকে শুধু কায়েমী স্বার্থ। আর সেই কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গুরুর নাম ভাঙানো এবং প্রচার ও মার্কেটিং পদ্ধতিতে শুধু মেম্বার বাড়ানো, যাতে ইন্‌কাম আরও বেশি হয় আর তা দিয়ে আরও মৌজমস্তি বেশি করা যায়।

এই সংগঠন ব্যাপারটা আধুনিক যুগের। মানব ইতিহাসে প্রথম সংগঠন সম্ভবত বৌদ্ধ সংঘ। তার আগে প্রাচীনকালে কোন সংগঠন ছিল না। ছিল বংশ (Dynasty) ও আশ্রম। আশ্রমগুলো কোন শিষ্যগোষ্ঠী তৈরি করত না। আশ্রমের গুরুরা শিক্ষা দিতেন, উপদেশ দিতেন, দীক্ষা দিতেন কিন্তু দল পাকাতেন না। তাই আশ্রমের ও গুরুর বিরাট গুডউইল বা ব্র্যান্ড ভ্যালু থাকলেও সেটাকে ভাঙানোর সুযোগ ধান্দাবাজরা পেত না। অনুরূপভাবে বিভিন্ন বংশের ব্যান্ড ভ্যালু তৈরি হত। আমাদের দেশে সর্বোচ্চ ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল রঘুবংশের। সম্ভবত সেই কারণেই অযোধ্যার রাজপুত্র রাম সুদূর দক্ষিণ ভারতে গিয়েও অতখানি স্বীকৃতি ও গুরুত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু যে সব বংশের বিরাট সুনাম বা ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল সেসব বংশের উত্তরাধিকারীর যেমন তার সুবিধা ভোগ করতেন তেমনি সেই সুনামকে রক্ষা করার জন্যও তাঁদেরকে অনেক পরিশ্রম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হত। আর কোন উত্তরাধিকারী যে সেই সুনামের অপব্যবহার করত না, তা তো নয়। অনেকেই করত। ফলে সেই বংশের সুনামও শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তার মধ্যেই সমাজের অনেক ক্ষতি হত আর প্রজা বা সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট হত। সেইজন্যই পরশুরামকে একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়হীন করতে হয়েছিল।

শিক্ষা হল এই যে শক্তিশালী যদি নীতিহীন ও আদর্শহীন হয় তাহলে সে দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে। সেই শক্তিশালী যদি কোন গুরুর বা কোন বংশের উত্তরাধিকারসূত্রে ব্র্যান্ড ভ্যালুর মালিক হয় তাহলে সে আরও বিনা বাধায় অত্যাচার ও শোষণ করতে যেতে পারবে।

কৃষ্ণ সর্বজ্ঞ ছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের থেকে হাজার গুণ বেশি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তাই তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের চিত্র। তাঁর সারাজীবনের কাজের ফলে তৈরি গুডউইল বা ব্র্যান্ড ভ্যালু তাঁর বংশধররা কীভাবে অপব্যবহার করবে তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর যদুবংশ (পাঠক ভুল করবেন না, যদু বংশ মানে যাদব বংশ নয়। যাদবরা কৃষ্ণকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয় যদুবংশের সন্তান) পরবর্তী দিনে কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটি হয়ে যাবে—তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণের জীবনের কোন আদর্শই তারা পালন করবে না, বরং সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করবে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সেই বংশ ধ্বংস করে যাওয়া তাঁর অন্যতম কর্তব্য এবং ‘‘ধর্মসংস্থাপনার্থায়’’-এর জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে তিনি মনে করেছিলেন। সেই কাজ সম্পন্ন করে গেলেন। তাই কৃষ্ণের জীবনে শেষ কাজ, নিজের যদুবংশ ধ্বংস করা। বর্তমানে সমস্ত সংগঠনের নেতৃত্বের জন্য দেওয়া এটাই হচ্ছে তাঁর অমোঘ শিক্ষা। মাও সে-তুঙ্‌ গীতা পড়েছিলেন কিনা জানি না, কৃষ্ণের জীবনকাহিনী জানতেন কিনা জানি না, কিন্তু জীবনের প্রায় শেষবেলায় তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘‘সদর দপ্তরে কামান দাগো’’ শুনে আমার মনে হয়েছিল তিনি যেন কৃষ্ণেরই কাজের প্রতিধ্বনি করছেন। যাই হোক, প্রত্যেকটি সংগঠনের নেতৃত্বকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে যে সংগঠন তার আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে, না হারিয়ে ফেলেছে। যদি আদর্শ হারিয়ে যায় তাহলে সেই সংগঠন কায়েমী স্বার্থের ডেরা হয়ে যায়। তখন সেই সংগঠনের অবলুপ্তি দেশ ধর্ম ও সমাজের জন্য কল্যাণকর। কৃষ্ণ শুধু সেই উপদেশ না দিয়ে নিজের হাতে করে দেখিয়ে গিয়েছেন। নিজে যদুবংশ ধ্বংস করে।

গত পাঁচ হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই তিনটি শিক্ষা সকলে একটু ভেবে দেখুন, এই অনুরোধ রইল।

শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্ধার প্রচুর গাঁজা, গ্রেপ্তার ৪ সশস্ত্র মুসলিম দুষ্কৃতি

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য নিরাপত্তার ছক ইতিমধ্যেই শুরু করেছে রেল পুলিশ। বাড়ানো হয়েছে তৎপরতাও। তারই ফলশ্রুতিতে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ গাঁজা। পৃথক ঘটনায় ভোরের ট্রেনে ডাকাতির পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ দুষ্কৃতিকে।

শিয়ালদহ জিআরপি সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে জাল বিছিয়ে রেখেছিল রেল পুলিশ। খবর ছিল লালগোলা প্যাসেঞ্জারে গাঁজা পাচার হবে। সেই মতোই গত বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ ছয়-সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশের একটি দল। তার কাছ থেকে পাওয়া যায় ১০ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা। যার মূল্য ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭০০ টাকা। একবালপুরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চক্রে আর কারা যুক্ত তার খোঁজ চলছে। অন্যদিকে, শুক্রবার ভোরে শিয়ালদহ উত্তর শাখার আরআরআই কেবিনের কাছে অভিযান চালিয়ে চার দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানের সময় পালিয়ে যায় তিনজন। ধৃতদের থেকে ভোজালি, চাকুসহ অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বাড়িতে ব্রাউন সুগার তৈরির কারখানা, দক্ষিণ দিনাজপুরে গ্রেপ্তার ১

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ৩রা ডিসেম্বর, বুধবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তপন থানার পুলিশ হজরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিলারপাড়ায় একটি বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ধার করেছে। পুলিশ হানা দিতেই বাড়ির মালিক পালিয়ে গেলেও তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের অনুমান, এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্রাউন সুগার তৈরির জন্য আনা হয়েছিল। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার

করা হয়েছে। এই ঘটনায় কারা জড়িত তাদের খোঁজ চলছে। তবে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে সংখ্যালঘু ব্যক্তির নাম জানাতে চায়নি।

রায়গঞ্জে অস্ত্রসহ ৬ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ শহরের গোয়ালপাড়া থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৬ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। দুষ্কৃতিরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে গোয়ালপাড়া এলাকার একটি প্রাথমিক স্কুলের সামনে জড়ো হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম সালেক আলি, মুকুল হোসেন, রবিউল হক, সাজিদ আলি, আনোয়ার আলি ও শাহনাওয়াজ আলম। এদের মধ্যে প্রথম চারজনের বাড়ি মালদহের চাঁচোলে, আনোয়ার আলির বাড়ি মালদহের হরিশচন্দ্রপুর ও শাহনাওয়াজ আলমের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে। রাতে দুষ্কৃতিদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে প্রথমে তাদের ঘিরে ফেলে। সেই সময় দুষ্কৃতিদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও হয়। তবে তারা পালাতে পারে নি। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, তিনটি কার্তুজ, দু'টি ভোজালি, শাবল, তালা কাটার যন্ত্র, ছ'টি মোবাইল ও একটি টর্চ উদ্ধার করেছে। রায়গঞ্জ থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস বলেন, ‘‘আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র সমেত ছয় দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।’’

বোমার মশলাসহ গ্রেপ্তার নাসির মন্ডল ও মুস্তাফা শেখ

বোমা তৈরির মশলাসহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে ডোমকল থানার পুলিশ। গত ৪ঠা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ ভগীরথপুরের একটি মাঠে হানা দিয়ে ওই দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম নাসির মন্ডল ও মুস্তাফা শেখ। স্থানীয় এলাকাতেই তাদের বাড়ি। ধৃতদের কাছ থেকে দশ কেজি বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের বহরমপুর সিজিএম আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা বোমা তৈরির মশলা বিক্রির উদ্দেশ্যে ওই মাঠে গিয়েছিল।

মুসলিম শিক্ষক ধর্ষণ করলো হিন্দু নাবালিকাকে

মুসলিম টিউশন শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়তে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হলো এক হিন্দু নাবালিকা। ঘটনাটি গত ৩০শে ডিসেম্বর, শনিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত ৪নং ওয়ার্ডের ডাকবাংলো পাড়ায়। ঐদিন স্থানীয় নন্দিতা দাস পাল (নাম পরিবর্তিত, বয়স - ১২ বছর) নামের এক নাবালিকা স্থানীয় মুসলিম শিক্ষক আতাউর রহমানের কাছে টিউশন পড়তে যায়। সে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ঐদিন সকালে টিউশন ছুটি হয়ে গেলে সবাই চলে গেলেও ওই শিক্ষক নন্দিতাকে থাকতে বলে। তারপর আতাউর নন্দিতাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি বাড়ি গিয়ে তার মাকে সব কথা বলতে ঘটনাটির কথা জানাজানি হয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা দল বেঁধে গিয়ে দোষীর বাড়িতে ভাঙচুর করে। স্থানীয় হিন্দুরা আতাউর রহমানের বাড়ির দরজা, জানালা ও বাড়ির গেট ভেঙে ফেলে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং অভিযুক্ত আতাউর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখার পর এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, তারা তাদের মেয়েকে আর কোনও মুসলিম শিক্ষকের কাছে টিউশন পড়তে পাঠাবেন না।

কলকাতা বন্দর এলাকায় অস্ত্রসহ ৫ মুসলিম দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

বিগত কয়েকদিন বন্দর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাতের নজরদারি আরও বেশি করে বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। আর তাতেই মিলল সাফল্য। গভীর রাতে পেট্রোল পাম্পে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া জনা পাঁচেক দুষ্কৃতিকে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করলো ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ। গত ৪ঠা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওয়াটগঞ্জ থানার ষষ্ঠীতলা রোড থেকে ওই পাঁচজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড ও সত্য ডক্টর রোডের সংযোগস্থলে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি করতেই অভিযুক্তরা এলাকায় এসেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মহম্মদ রাজা আলম, মহম্মদ সেলিম, মহম্মদ নিয়াজ, মণি মোল্লা ও শেখ মহম্মদ রফিক। ধৃতদের বাড়ি দক্ষিণ বন্দর ও ওয়াটগঞ্জ এলাকায়। কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছ থেকে দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র, দু'টি কার্তুজ, তিনটি চপার, দড়ি, হাতে আঁকা এলাকার একটি মানচিত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের জেরা করে দেখা হচ্ছে, আগে কোনও ডাকাতির ঘটনায় এরা যুক্ত ছিল কি না।

মাওবাদীদের গুলিতে নিহত জওয়ানের দেহ ফিরলো পাথরপ্রতিমায়

মাওবাদীদের গুলিতে নিহত সিআরপিএফ জওয়ানের দেহ ফিরল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার অন্তর্গত পাথরপ্রতিমায়। গত, ৩রা ডিসেম্বর, বুধবার রাতের দিকে পাথরপ্রতিমার হেরম্ব গোপালপুরে জওয়ান আশিস পাত্রের (২৯) দেহ ফেরে। দেহ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙে পড়ে গ্রামবাসীরা। আশিস পাত্রের বাবা নিমাই পাত্র জানান, মাওবাদীরা কাপুরুষের মতো পিছন থেকে গুলি করে তাঁর ছেলেকে হত্যা করেছে। তিনি চান সহ জওয়ানরা তাঁর ছেলের মৃত্যুর বদলা যেন নেন। ২০১০ সালে সিআরপিএফের কাজে যোগ দেওয়া আশিস ডিসেম্বর মাসেই বাড়ি এসেছিলেন। সবে মাত্র গত ১ জানুয়ারী ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। পরের দিনই বিহার-ঝাড়খন্ড সীমান্তে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হন আশিস। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারসহ গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাবা-মা, তিন ভাই এবং এক বোনের সংসারে আশিসকে ঘিরেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল পাত্র পরিবার। কিন্তু আশিসের মৃত্যুতে তাদের পরিবারের উপর যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। এখন তাদের সংসার কিভাবে চলবে তাই নিয়েই চিন্তিত আশিসবাবুর বৃদ্ধ মা-বাবা।

তালাক দেওয়ার হুমকি, স্বামী গ্রেপ্তার বারুইপুরে

তালাককান্ডে অভিযুক্ত স্বামী সাবির আহমেদকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর কেয়াতলার বাসিন্দা নূরনেহার বিবি গত ৯ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার বারুইপুর থানায় অভিযোগ করেন, তিন-তালাক দেওয়ার জন্য ক্রমাগত তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন স্বামী সাবির ও শাশুড়ি সালেহার বিবি। অভিযোগ, দু'দিন আগে নূরনেহারের বাপের বাড়িতে হঠাৎই চড়াও হন সাবির। জানতে চান, কবে তালাক দেবেন। নূরনেহার রাজি না হওয়ায় তাকে মারধর করেন এবং বিড়ির ছেঁকা দেন। এরপর নূরনেহার থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরেই পুলিশ সাবির আহমেদকে গ্রেপ্তার করে।

জলপাইগুড়িতে একই রাতে তিনটি মন্দিরে চুরি, দুষ্কৃতিরা অধরা

গত ৯ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার গভীর রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সুকান্তপল্লীতে একই রাতে পরপর তিনটি মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দুষ্কৃতিরা সুকান্তপল্লীর শিবশক্তি কালীবাড়ির পিছনের জানালার রড ভেঙে ভেতরে ঢোকে। মন্দিরের সিসি টিভির ফুটেজ থেকে দেখা যাচ্ছে চার যুবক ঢুকেছিল। কালীঠাকুরের গয়না হাতিয়ে নেয় তারা। দানবাক্স ভেঙে নগদ ৫হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় তারা। এই মন্দিরে এর আগেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। ওই রাতে পাশের দু'টি বাড়ির ঘরের মন্দিরেও চুরির ঘটনা ঘটেছে। সব মিলিয়ে অন্তত লক্ষাধিক টাকার চুরি হয়েছে। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা মন্দিরে চুরির ঘটনাটি দেখতে পান। নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য বলেন, ''দুষ্কৃতিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে।''

তিন কোটির হেরোইনসহ মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার আব্দুল সুকুর

তিন কেজি হেরোইন সমেত এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করলো সিআইডি। যার আনুমানিক মূল্য তিন কোটি টাকা। গত ৯ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার আব্দুল সুকুর নামের ওই হেরোইন কারবারিকে লালগোলার মির্দাদপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার বহরমপুর জেলা জজ কোর্টে তোলা হলে তাকে পাঁচদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক। এটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে দাবি সিআইডির। মুর্শিদাবাদের লালগোলা হেরোইনের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত। এখান থেকে আন্তর্জাতিক বাজারেও হেরোইন পাচার হয়। গত এক বছরে লালগোলা থেকে হেরোইন বিক্রি করা ও পাচারের জন্য মোট ৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়া এক বছরে প্রায় ৭০কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু আবগুল সুকুরকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে, এখনও পর্যন্ত লালগোলা হেরোইন নির্মূল করা যায়নি। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে সিআইডির একটি বিশেষ দল গোপনসূত্রে খবর পেয়ে আব্দুল সুকুরকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছে থাকা একটি ব্যাগ থেকে ২কেজি ৯৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা। তবে সিআইডির আধিকারিকরা মনে করছেন যে, ধৃতকে পাঁচ দিন নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। সিআইডি-র ধারণা এটা কোন মাদকচক্রের কাজ। পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে আব্দুল সুকুরের সাথে আর কাদের যোগাযোগ আছে এবং এই দলের মাথা কে তা জানার।

রাতের অন্ধকারে সরস্বতী মূর্তি ভেঙে দিল দুষ্কৃতিরা

রাতের অন্ধকারে সরস্বতী মূর্তি ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো। গতরাতে নকশালবাড়ির তোতারাম জোতে একটি মন্ডপে ঘটনাটি ঘটে। মন্ডপও তছনছ করা হয়েছে। খবর পেয়ে সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরস্বতী মা-র ভাঙা মূর্তি দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে নকশালবাড়ি থানায় একটি অভিযোগ দায়েরও করেছে।

২৩শে জানুয়ারী সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন মন্ডপে মূর্তি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুজোর ফুল, মালা চারিদিকে ছড়ানো ছিটানো। এরপরই তারা পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হয়। নকশালবাড়ি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ বাউড়ি বলেন, ''সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই এলাকায় কিছু হিন্দু পরিবার বসবাস করে। সেই সব পরিবারের সদস্যরাই পুজোর আযোজন করেছিল। আজ সকালে দেখা যায়, সব লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে।'' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, ''সংখ্যালঘুরাই একাজে যুক্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুলিশ অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করুক।'' হাওড়া জেলার দাশনগরের কাছে বালটিকুরি বকুলতলা রামকৃষ্ণ পল্লীর সরস্বতী ঠাকুর ভেঙে পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতিরা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং এলাকার মানুষের আসল সত্যটা জানা থাকলেও কোন অদৃশ্য শক্তির ভয়ে মুখ খুলছে না। একটা চাপা উত্তেজনা রয়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে হিন্দু সংহতির ছেলেরা ঐ এলাকায় ছুটে গিয়েছিল। তারা বিক্ষোভ দেখালে পরে এলাকাবাসীরাই ভয়ার্ত গলায় তাদের বলে আপনারা এখান থেকে চলে যান, ওরা কেউ দেখে ফেললে পরে আপনাদের ভীষণ বিপদ হবে। আর আমাদেরকেও ওরা ছাড়বে না। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ক্লাবকে থানায় অভিযোগ জানাতে বললেও তারা কোনওরকম অভিযোগ দায়ের করতেও নারাজ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইজরায়েল যাওয়াতে আপত্তি মন্ত্রী সিদিকুল্লা চৌধুরির

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ভারতে নরেন্দ্র মোদীর সরকার যেভাবে আতিথেয়তা দিচ্ছে, তার কড়া বিরোধিতা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি সিদিকুল্লা চৌধুরি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে ইজরায়েলের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সে দেশে না যান, সেই দাবিও তুলেছেন তিনি। সিদিকুল্লা গত ১৪ই জানুয়ারী বলেন, ''সারা বিশ্বে অশান্তির বার্তা দিচ্ছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকা ও ইজরায়েল ভোটে পরাস্ত হয়েছে। তাদের রাষ্ট্রপ্রধানকে এ দেশে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, তাতে ঠিক বার্তা যাচ্ছে না।'' ইজরায়েলের একটি সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মহিলা নেতৃবৃন্দের আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের বক্তা হিসেবে। কিন্তু মমতার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যের বক্তব্য, ''মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বশীল হলে ওই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না, এটাই আমাদের বিশ্বাস।''

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে বিদ্রোহী ক্লাবের মন্দিরের প্রতিমার গয়না, প্রণামী বাক্স থেকে টাকা চুরি

একের পর এক চুরিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত বুধবার রাতে শহরের বিদ্রোহী ক্লাবের মন্দিরে চুরি হয়েছে। এই ক্লাব রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের বলে পরিচিত। এই মন্দিরে সারা বছর ধরে প্রতিদিন দুর্গাপুজো হয়। বুধবার রাতে দুষ্কৃতিরা মন্দিরের পিছনের দিকের দরজার গ্রিল ভেঙে সোনার গয়নাসহ প্রণামী বাক্স থেকে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। দিন কয়েক আগে শহরের দেবীনগরে বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গা প্রতিমার সোনার গয়না চুরি হয়েছিল। এছাড়া শহরের আরও কয়েকটি মন্দিরে সম্প্রতি চুরি হয়েছে। পাশাপাশি ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছে। শহরে এভাবে পরপর চুরির ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে।

গত ১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্রোহী ক্লাবের মন্দিরের চুরির বিষয়টি সকলের নজরে আসে। ক্লাবের পিছনের দিকের গ্রিলের দরজার তালা ভেঙে দুষ্কৃতিরা ভিতরে ঢোকে। তারা প্রতিমার সোনা ও রুপোর গয়না, প্রণামী বাক্স থেকে নগদ টাকা সহ আরো কিছু সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। ১২ জানুয়ারী শহরের দেবীনগরে আলুর আড়ত থেকে স্টিলের আলমারি ভেঙে বেশ কিছু সোনার গয়না ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। এর আগে ২৮শে নভেম্বর শহরের তেলিপাড়ায় রাধা গোবিন্দের মন্দিরের তালা ভেঙে দুষ্কৃতিরা বিগ্রহের রুপোর ছাতা, পিতলের সিংহাসন, প্রদীপ সহ একাধিক জিনিস নিয়ে চম্পট দেয়। গত ১১ই সেপ্টেম্বর দেবীনগরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সামনে এক মোবাইল ব্যবসায়ীর হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। এছাড়াও শহরের লিচুতলা মন্দির থেকে প্রতিমার গয়না চুরি হয়েছে। এসমস্ত ঘটনা ছাড়াও শহরের উকিলপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরি হয়েছে। কিছুদিন আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বড়সড় চুরির চেষ্টা হয়েছিল। এভাবে দুষ্কৃতিরা একের পর এক চুরি করছে। অথচ পুলিশ এখনো কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না।

কলকাতার একবালপুরে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার বিহারের মহম্মদ দিলসাদ

অস্ত্রসহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে দু'টি অত্যাধুনিক পিস্তল, নগদ টাকা ও বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ দিলসাদ ওরফে মুন্না। সে বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা। কয়েকমাস ধরে সে একবালপুর লেনে থাকত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ই জানুয়ারী, শনিবার রাতে ওয়াটগঞ্জ থানার পুলিশ মনসাতলা এলাকায় একজনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার বিষয়টি পুলিশ জানতে পারে। জেরা করে জানার চেষ্টা করছে, মুঙ্গের থেকে অস্ত্র এনে সে কলকাতায় চালাত কি না। শহরের বুকে যেভাবে গুলি চালানোর ঘটনা বেড়ে গিয়েছে, তাতে পুলিশকর্তারা নিশ্চিত, মুঙ্গেরের বাসিন্দারাই এই ধরনের অস্ত্র শহরে নিয়ে আসছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনসহ অন্যান্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গত ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে ১৯ জানুয়ারী পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শেখ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিল মুসলিমরা

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে বসবাস করে সংখ্যালঘু হিসাবে ঢালাও সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছেন তারা। আর তাতেও তারা সন্তুষ্ট নন। এবার নিজেদের জন্য আলাদা উন্নয়ন পর্ষদ গড়ার দাবি জানালেন তারা। গতকাল ৩রা জানুয়ারী, বুধবার উত্তরবঙ্গে নস্য শেখ উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবিতে কোচবিহারের জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিল সংখ্যালঘু মুসলিমদের সংগঠন উত্তরবঙ্গ নস্য শেখ উন্নয়ন মঞ্চ। তাদের দাবি, নস্য শেখদের তফসিলি জাতিভুক্ত করতে হবে। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আইন কলেজ তৈরি করতে হবে। আন্দোলনকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দাবিও জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি গোলাম নবি আজাদ বলেন, নস্য শেখদের উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা বরাবর বিভিন্ন মহলে জানিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এবার আমরা আমাদের দাবি পেশ করতে চাইছি। জেলা প্রশাসন তাদের দাবি উপর মহলে জানানোর আশ্বাস দিয়েছে। তাতে উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী হিন্দু সমাজের মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা সমাজ শিক্ষা ও চাকরীতে পিছিয়ে থাকলেও তারা নিজেদের জন্য কোনোদিন উন্নয়ন পর্ষদ গড়ার দাবি জানাননি। তাছাড়া এরপরে উত্তরবঙ্গের হক বা খাঁন মুসলিমরাও আলাদা উন্নয়ন পর্ষদের দাবি জানাতে পারেন। আর সেটাই গভীর চিন্তার বিষয়।

কলকাতার এন্টালিতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধৃত ২ মুসলিম দুষ্কৃতি

খাস কলকাতার বুকেই দুষ্কৃতিরাজ বেড়েই চলেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ইদানিং। তারই ফলস্বরূপ এবার এন্টালি থানার ছাতুবাবু লেন ও আনন্দ পালিত রোডের সংযোগস্থল থেকে গত ১১ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার বিকেলে সাত রাউন্ড কার্তুজ ও দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই অস্ত্র বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করলেন লালবাজার গুন্ডাদমন শাখার গোয়েন্দারা। ধৃতরা হলো মহম্মদ ইলিয়াস ওরফে ইল্লু এবং আব্দুল আলি ওরফে তনভির। তারা কোথা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করলো এবং এই অস্ত্র তারা কোথায় কি কাজে ব্যবহার করতো তাই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা চলছে, লালবাজার সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

দেশ-বিদেশের খবর

উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসাগুলোতে রমজানের ছুটি কমিয়ে দিলেন যোগী আদিত্যনাথ

উত্তরপ্রদেশে সরকারের অধীনে থাকা মাদ্রাসাগুলো রমজান মাসের বেশিরভাগ দিন বন্ধ রাখার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার সেই মাদ্রাসাগুলির দিকে নজর দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এবার রমজান মাসের ছুটি কমিয়ে দিলেন। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশে মাদ্রাসাবোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬৪৬১টি মাদ্রাসা রয়েছে। বছরের শুরুতে তাদের নতুন ছুটির ক্যালেন্ডার দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মহানবমী, দশেরা, দিওয়ালি, রাখি, বুদ্ধপূর্ণিমা ও মহাবীর জয়ন্তীতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। ঈদ ও মিলাদ-উন-নবীতে ছুটি একদিন থেকে বাড়িয়ে দুদিন করা হয়েছে। মাদ্রাসায় শীতের ছুটি বাড়িয়ে ২৬ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৫ জানুয়ারী করা হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে সময়সূচিতেও। ১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা ৩০ থেকে দুপুর ১টা অবধি মাদ্রাসা চলবে আর ১ অক্টোবর থেকে ৩১মার্চ অবধি ক্লাস হবে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত। কিন্তু এই নয়া নির্দেশিকায় রমজান মাসের ছুটি কাটছাঁট করা হচ্ছে। তাতেই আপত্তি মৌলবি ও সমাজকর্মীদের। তাঁদের দাবি, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে মুসলিম মৌলবিদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল সরকারের। মুসলিম মৌলবি সুফিয়ান নিজামি বলেন, ''সরকারের কাছে অনুরোধ, তারা যেন মাদ্রাসার ছুটির তালিকা পুনর্বিবেনা করে রমজান মাসের ছুটির সংখ্যা বাড়ায়। যেসব মাদ্রাসা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন, তারা সরকারি ফরমান মানতে বাধ্য কিন্তু যারা মাদ্রাসা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত নয় তারা রমজান মাসের ছুটি কমানো মেনে নেবে না।'' তবে মাদ্রাসার ছুটি ঘোষণাকে কেন্দ্র মৌলবীরা চটলেও এবং হাজার বিতর্ক হলেও যোগী আদিত্যনাথ যে পিছু হটবেন না, তা তিনি তাঁর এই ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ত্রিপুরার ধর্মনগরে ৬ রোহিঙ্গা মুসলিম গ্রেপ্তার

গত ১৪ই জানুয়ারী ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ১৯২ কিলোমিটার দূরে ধর্মনগর এলাকা থেকে ৬ রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এদের মধ্যে ৫জনই নাবালিকা। এরা সকলেই কাজের খোঁজে আসাম যাচ্ছিল। এদের কাছ থেকে পুলিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রদত্ত শরণার্থী কার্ড পেয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ছ'জন রোহিঙ্গা মুসলিম হলো ইব্রাহিম আলম(১৭), মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম(১৭), মহম্মদ এহসান(১৬), নূর ফতেমা(১৫), জাহানা তারা(১৪) এবং দিলওয়ারা বেগম(২৭)। পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে যে এরা পূর্বে হায়দ্রাবাদে কিছুদিন থেকেছে। এমনকি তারা পুলিশকে জানিয়েছে যে তারা এদেশে স্থায়ীভাবে থাকতে চায়, মায়ানমারে ফিরতে চায় না তারা।

দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার ছক ফাঁস, গ্রেপ্তার ৩ কাশ্মীরি যুবক

দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। মথুরা থেকে এক সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তারের পরেই বেরিয়ে এল হামলার নীল নকশা। রবিবার মথুরা থেকে বিলাল আহমেদ ওয়ানি নামে এক কাশ্মীরি যুবককে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই জানা যায় অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার ছক। পুলিশের জেরায় ওয়ানি জানিয়েছে, সে ও তার আরও দুই সঙ্গী আগামী ২৬ জানুয়ারী দিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার ছক কষেছিল। পাশাপাশি ২৬ জানুয়ারীর প্যারেডেও হামলার পরিকল্পনা ছিল তাদের। অভিযুক্ত তিনজন গত ২জানুয়ারী দিল্লির জামা মসজিদ এলাকায় আল রশিদ নামের একটি গেস্ট হাউসকে ডেরা হিসাবে ব্যবহার করেছিল। সেখান থেকে ওয়ানীর দুই সঙ্গী মহম্মদ আশরফ ও মুদাসির আহমেদকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ ও ইউপি এটিএস। হামলার ছক ফাঁস হওয়ার পরই দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। জেরায় জানা গিয়েছে, ওয়ানি দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা। গত ১৪ই জানুয়ারী, রবিবার সে মথুরা থেকে শতাব্দী এক্সপ্রেস ধরে দিল্লি আসার চেষ্টা করছিল। তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুঞ্চ সীমান্তে গুলিযুদ্ধে খতম পাকিস্তানী সেনা

গত ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার সেনা দিবসে জম্মু-কাশ্মীরের পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাল্টা জবাবে সাত পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে চারজন। গত ১৩ই জানুয়ারী, শনিবার রাজৌরিতে পাক সেনার গুলিতে এক ভারতীয় জওয়ানের প্রাণহানিরঘটনার জবাবে এই প্রত্যাঘাত করা হয়েছিল। এদিন নয়াদিল্লিতে সেনা দিবসের অনুষ্ঠানে বিপিন রাওয়াত বলেন, ''আমাদের যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে ভারতীয় সেনাবাহিনীও প্রস্তুত, ওদের জন্য আরও কড়া দাওয়াই অপেক্ষা করছে।'' এদিনই পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতে পাক সেনার মৃত্যুর খবর স্বীকার করেছে পাক কর্তৃপক্ষও। তবে পাক সরকার ট্যুইট করে জানিয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর হামলায় অন্তত চার পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এবছরই সাতশো বারেরও বেশি সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে যতবার পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ চালাবে ততবারই তাদের যোগ্য জবাব দেবে ভারতীয়া সেনা।

হজের ভর্তুকি তুললো মোদি সরকার

প্রথমে তিন তালাক বিল। আর এবার হজের ভর্তুকি রদ। সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে আবারও সাহসী নীতি নিল মোদি সরকার। হজের ভর্তুকি তোলার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী মুখতার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, তোষণ ছাড়া সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের নীতির অঙ্গই হলো এই সিদ্ধান্ত। মোদি সরকার স্পষ্টই জানিয়েছে, হজে ভর্তুকি দিয়ে সংখ্যালঘুদের কোনও লাভই হয়নি।

সুপ্রিম কোর্ট ২০১২ সালেই এক রায়ে জানিয়েছিল, ২০২২ সালের মধ্যেই এই ভর্তুকি তুলে নিতে হবে। কিন্তু তৎকালীন ইউপিএ সরকার সেই রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে খুব একটা সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করতে তৎপর হয় মোদি সরকার। গত বছরের মে মাসে এই ভর্তুকি তোলার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটি ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করে সরকার। গতকালই মোদি সরকার জানিয়েছিল, ৪৫ বছরের উর্দ্ধের মহিলারা পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই হজ করতে যেতে পারবেন। তারপর এদিন সরকার জানিয়ে দিল, হজের ভর্তুকি তুলে দেওয়া হলো। এদিন নাকভি জানান, ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ফলে সরকারের প্রায় ৭০০ কোটি টাকার সাশ্রয় হলো।

আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেটের আক্রমণ, নিহত ৪১

ফের আইএস হানায় রক্তাক্ত আফগানিস্তান। এ বারও বেছে বেছে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষকেই টার্গেট করলো তারা। বৃহস্পতিবার শিয়াদের একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'তাবায়ান'-এ আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কমপক্ষে ৪১জনকে খতম করলো আইএস জঙ্গিরা, জখম ৮০জনের ও বেশি মানুষ। হামলার সময় ওই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি আলোচনা চক্রের জন্য হাজির হয়েছিলেন বহু ছাত্রছাত্রী, ফলে বিস্ফোরণে নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্বল্প বয়সি ছেলেমেয়েও রয়েছে। মুখপত্র 'আমাক'-এ বিবৃতি দিয়ে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট। তালিবান আবার পৃথক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তারা এই হামলা করেনি।

আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের ৩৮ বছর পূর্ণ হতে চলেছে, সেই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রে যোগ দিতেই 'তাবায়ান'-এ এসেছিলেন পড়ুয়ারা। মহম্মদ হাসান নামের এক পড়ুয়ার বক্তব্য, ''সভার ভিতরে সামনের দিকেই বসেছিলাম আমি, হঠাৎ পিছন থেকে বিকট আওয়াজ হলো, গোটা বিল্ডিং কেঁপে উঠলো। মূহুর্তের মধ্যে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধে ভরে উঠলো সভাঘর। কোনোমতে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম আমরা।'' প্রশাসন জানিয়েছে, প্রথম বিস্ফোরণটি হয় এই অনুষ্ঠান কেন্দ্রে, এতে 'তাবায়ান' তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ই, সঙ্গে পাশের 'আফগান ভয়েস' দপ্তরেরও ক্ষয়ক্ষতি হয় ওই এলাকায়, যদিও তাতে কোনও প্রাণহানি হয়নি।

গত কয়েকমাসে আফগানিস্তানে শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা ভীষণভাবে বেড়ে গিয়েছে। মূলত দেশের পূর্ব অংশকেই টার্গেট করেছে তারা, কারণ এই এলাকাতেই সবথেকে বেশি শিয়াদের বসবাস। আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, আফগানিস্তানে শিয়া-সুন্নি সংঘাত বাঁধাতে চাইছে আইএস। কারণ প্রাণহানির হাত থেকে বাঁচাতে না পারার জন্য এমনিতেই আফগান প্রেসিডেন্ট আসরাফ গনির ওপর রেগে রয়েছেন শিয়ারা, এমন অবস্থায় নতুন করে হামলার ঘটনা আগুনে ঘি ঢালতেই পারে। ক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে প্রেসিডেন্ট শুরুতেই এই হামলাকে 'মানবতার ওপর হামলা' আখ্যা দিয়ে দিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্যের প্রার্থনাও করেছেন তিনি। তবে তাতে ক্ষোভ কমার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ গত অক্টোবরেই আইএস হামলায় প্রাণ গিয়েছে ৩৯ জনের, তাঁরা প্রত্যেকেই শিয়া।

হরিয়ানায় নিষিদ্ধ হলো 'পদ্মাবত'

হরিয়ানা নিষিদ্ধ ঘোষণা হলো সঞ্জয় লীলা বনসালির 'পদ্মাবত'। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ জানান, হরিয়ানায় 'পদ্মাবত' রিলিজ হবে না। সম্প্রতি কয়েকটি পরিবর্তনের পর সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে সঞ্জয় লীলা বনসালির ছবিকে। যদিও ছবির নাম 'পদ্মাবতী' থেকে পাল্টে 'পদ্মাবত' করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজস্থানসহ কয়েকটি রাজ্যে 'পদ্মাবতী'র মুক্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। হরিয়ানার মনোহর লাল খট্টর সরকার প্রথম থেকেই 'পদ্মাবতী' নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। রাজ্যের কয়েকটি সম্প্রদায় ছবিটির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনিল ভিজ এর আগেও বলেছিলেন, হরিয়ানায় তিনি ছবিটি মুক্তি পেতে দেবেন না। তিনি দাবি করেছিলেন, পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনসালি ঐতিহাসিক তথ্যকে ভুলভাবে পেশ করছেন। শুধু তাই নয়, রানী পদ্মাবতীর চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হয়েছে সিনেমাটিতে। যা লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগকে আঘাত করেছে। এদিন তিনি বলেন, রানী পদ্মাবতী ভারতীয় মহিলাদের প্রতীক। সেখানে পদ্মাবতীর চরিত্রের অপমান কোনওভাবেই হজম করা হবে না। আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে 'পদ্মাবত'কে হরিয়ানায় মুক্তি দেওয়া উচিত হবে না। এই সিদ্ধান্তে মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর সহ রাজ্যের প্রতিটি মন্ত্রী সহমত পোষণ করেছেন। দীপিকা পাড়ুকোন, শাহিদ কাপুর এবং রণবীর সিং অভিনীত 'পদ্মাবত' মুক্তি পাবে আগামী ২৫শে জানুয়ারী। গত ১লা ডিসেম্বর রিলিজ হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রবল বিক্ষোভের জেরে পিছিয়ে যায় সঞ্জয় লীলা বনসালি পরিচালিত 'পদ্মাবতী'।

হাফিজ সইদ, সালাউদ্দিন এবং হুরিয়ত নেতাদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করলো এনআইএ

লস্কর-ই-তোইবা প্রধান হাফিজ সইদ, হিজবুল মুজাহিদিন প্রধান সইদ সালাউদ্দিন সহ ১২জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করলো জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি বা এনআইএ। এদের সকলের বিরুদ্ধে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপে মদত দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে ছায়া যুদ্ধ চালানোর অভিযোগে ১২ হাজার ৭৯৪ পাতার চার্জশিট পেশ করেছে এনআইএ।

গত ১৮ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির আদালতে সংশ্লিষ্ট দলিল সহ চার্জশিট পেশ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরবর্তী পর্যায়ের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছে জাতীয় তদন্তকারী এজেন্সি। এই বিষয়ে শুনানি আগামী ৩০শে জানুয়ারী হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত দায়রা বিচারক তরুণ শেরাওয়াত। পাকিস্তানের জঙ্গিনেতা হাফিজ সইদ, সালাউদ্দিন এবং অন্য ১০জনের বিরুদ্ধে বিরাট এই চার্জশিট তৈরির জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। দেশের ৬০টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে ৯৫০টি সংশ্লিষ্ট তথ্য বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একইসঙ্গে, ৩০০জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ তদন্ত প্রক্রিয়ার পর হাফিজ সইদ, সইদ সালাউদ্দিনের পাশাপাশি চার্জশিটে পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সইদ আলি শাহ গিলানি, বাসির আহমেদ ভাট, ব্যবসায়ী জাহুর আহমেদ শাহ ওয়াটলি এবং চিত্র সাংবাদিক কামরান ইউসুফের নাম উঠেছে। জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তির সময় পাথর ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল চিত্র সাংবাদিক কামরান ইউসুফকে। চার্জশিটে নামোল্লেখ করা হয়েছে হুরিয়ত কনফারেন্স নেতা আফতাব আহমেদ শাহ, আলতাফ আহমেদ শাহ, নইম আহমেদ খান, ফারুক আহমেদ দার ওরফে বিট্টা ক্যারেটে, মহম্মদ আকবর খানডে, রাজা মেহরাজুদ্দিন কালওয়াল এবং বসির আহমেদ ভাটের। হুরিয়ত নেতাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসের আবহ তৈরির অভিযোগ করেছে এনআইএ। তদন্তকারী এজেন্সির দাবি, কাশ্মীরে কবে, কখন কীভাবে প্রতিবাদ হবে তার ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল হুরিয়ত নেতারা। সেই ক্যালেন্ডার স্থানীয় সংবাদপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে উপত্যকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

চট্টগ্রামে ডাকাতি ও একই পরিবারের চার হিন্দু মহিলাকে গণধর্ষণ মুসলিম দুষ্কৃতিদের

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শাহমিরপুর এলাকার এক হিন্দু বাড়িতে ডাকাতি ও চার হিন্দু নারীকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক আসামি চট্টগ্রাম মহানগর আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। গত ২৭শে ডিসেম্বর, ওই হিন্দু বাড়িতে ডাকাতদল ঢোকে। জবানবন্দিতে মিজানুর রহমান(৪৫) নামের ওই আসামি ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তবে সে নিজে ধর্ষণ করেনি বলে দাবি করেছে। মিজানুর বাগেরহাট জেলার মোংলা থানা এলাকার বাসিন্দা। গতকাল চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আল ইমরান খানের আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় সে। জবানবন্দিতে ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনায় পাঁচজন জড়িত বলে তথ্য উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে মিজানুরসহ চারজনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। অন্য একজনের পরিচয় এখনো শণাক্ত করা যায়নি। মিজানুরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির তথ্য অনুযায়ী, ঘটনায় মোট পাঁচজন জড়িত। তাদের মধ্যে আবু সামা নামের একজন স্থানীয়। বাকি চারজন অন্য জেলার। মিজানুর তিনজনের পরিচয় প্রকাশ করতে পারলেও একজনের পরিচয় আদালতে প্রকাশ করতে পারে নি। মিজানুরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির তথ্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন তাদের প্রবাসীদের বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দা আবু সামা। বাড়িটি পাকা এবং চারপাশ থেকে সীমানাপ্রাচীর থাকায় ডাকাতরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছিল না। পরে তারা একটি বাঁশের সাহায্যে সীমানাপ্রাচীর পার হয়ে ভেতরে ঢোকে। ওই বাড়িটির একটি কক্ষে কেউ থাকেন না বলে তাদের আগে থেকেই জানিয়েছিল আবু সামা। ওই কক্ষের জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে চারজন। চারজন ভেতরে প্রবেশ করলেও আবু সামা বাইরে ছিল। ভেতরে গিয়ে মিজানুরসহ তার অন্য একজন সহযোগী একটি কক্ষে প্রবেশ করে। ওই কক্ষে দুজন নারী ঘুমিয়ে ছিলেন। তারা প্রথমেই দুই নারীকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। তারপর গয়না, টাকা ও মোবাইল ফোন লুঠ করে নেয়। এসময় তাদের সহযোগী ইলিয়াছ ও মজিদুল দুই নারীকে পাশের রুমে নিয়ে যায়। এ সময় নারীদের মারধরও করা হয়। ইলিয়াছ ও মজিদুল দুজন নারীকে ধর্ষণ করার কথা মিজানুর শুনেছে বলে আদালতের কাছে দাবি করে। তবে নিজে ধর্ষণ করেছে এমন কথা সরাসরি স্বীকার করে নি। মিজানুর স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করে, পাশের রুমে দুই নারীকে নিয়ে যাওয়ার পর তারা কক্ষ থেকে টাকা, স্বর্ণালংকার, মোবাইল নিয়েছিল। মিজানুর ওই বাড়ি থেকে ৯০ হাজার টাকা, দেড় ভড়ি সোনা ও পাঁচটি মোবাইল লুটের কথা তদন্তকারী কর্মকর্তা পিবিআইয়ের পরিদর্শক (মেট্রো) সন্তোষ চাকমার কাছে স্বীকার করেছে। এর মধ্যে নিজের ভাগে ১৩হাজার টাকা পাওয়ার কথা জানিয়েছে সে।

২০১৭ সালে ১০৭ জন হিন্দু খুন, ২৫ জন হিন্দু নারী ও শিশু ধর্ষিত, ২৩৫টি মন্দিরে ভাঙচুর বাংলাদেশে

বাংলাদেশে গত ১লা জানুয়ারী, ২০১৭ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১০৭জন হিন্দু খুন, ২৫জন হিন্দু নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়েছে মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা। এছাড়াও গত বছরে বাংলাদেশের মোট ২৩৫টি মন্দিরে ভাঙচুর চালিয়েছে মুসলিম জনতা। গত ১৩ই জানুয়ারী, শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরলো বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট। বাংলাদেশের ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এবিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের সম্পাদক পলাশ দে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ৭৮২ জন হিন্দু দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, ২৩ জনকে ইসলামে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তিনি এই সম্মেলনে দাবি করেন যে, প্রশাসনের অবহেলা ও ক্ষমতাশালী লোকেদের অত্যাচারের কারণে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজ আজ বিপন্ন, সে যে সরকার ক্ষমতায় থাকুক না কেন। তিনি আরও বলেন, যে নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুর ওপর যে অত্যাচার হয়, তা পৃথিবীর কোনও দেশে হয় না। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোট যে সংখ্যা প্রকাশ করেছে, নির্যাতিত, ধর্ষিত, খুন হওয়া ও দেশত্যাগীর হিন্দুর সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের নড়াইলে হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের ওপর হামলা যুবলীগ নেতার

গত ৮ই ডিসেম্বর, সোমবার বাংলাদেশের নড়াইলের লোহাগড়ায় যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে শহরের কুন্দশী এলাকায় হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় মহিলাসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা বাড়িঘরসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

আহতদের লোহাগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় লোহাগড়া থানায় মামলা করা হলেও পুলিশ এজাহারভুক্ত কোনো আসামিকে আটক করতে পারেনি।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেল চারটের দিকে লোহাগড়া পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কুন্দশী জেলেপাড়ার বিজুষ বিশ্বাস ওরফে পাগলের মাছ ধরার জাল ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে একই গ্রামের রুলু মোল্লার সঙ্গে ঝগড়া হয়। এর জের ধরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে লোহাগড়া উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর শিকদারের নেতৃত্বে রুলু, টুলু, রবি, সুমন, বিল্লালসহ ৩০-৩৫ জনের একদল সন্ত্রাসী রামদা, হাতুড়ি ও লাঠিসোটা নিয়ে জেলেপাড়ার বিজুষ বিশ্বাস ওরফে পাগলের বাড়িতে হামলা করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা বলরাম বিশ্বাসের ছেলে সুবল বিশ্বাস(১৮), তার মা নমিতা বিশ্বাস(৪৭), বিজুষ বিশ্বাস ওরফে পাগলের স্ত্রী শিখা বিশ্বাস(৪১), পরিতোষ বিশ্বাস(৪১) এবং তার স্ত্রী বাসন্তী বিশ্বাসকে(৩৬) বেধড়ক পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সন্ত্রাসীরা ঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করে মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যায় বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে। পরে এলাকাবাসী আহতদের উদ্ধার করে লোহাগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় বলরাম বিশ্বাসের স্ত্রী নমিতা বিশ্বাস রাতেই পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে লোহাগড়া থানায় মামলা করেছেন। লোহাগড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শফিকুল ইসলাম মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বলেন, ''আসামিদের আটকের চেষ্টা চলছে।''

অভিযুক্ত যুবলীগ নেতা জিয়াউর শিকদার পলাতক থাকায় তার বক্তব্য জানা যায় নি।

পরকীয়ার অভিযোগে বাংলাদেশে যুবতীকে চাবুক মেরে হত্যা

ফের এক নারকীয় ঘটনায় কেঁপে উঠলো বাংলাদেশ। ইসলামিক স্টেটের অনুকরণে, পরকীয়ার অভিযোগে চাবুক মেরে হত্যা করা হলো এক যুবতীকে।

ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর শহরে। ডিসেম্বরের ২০তারিখ ঘটনাটি ঘটলেও সদ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পায় এই জঘন্য কান্ডটি। তারপরই দেশজুড়ে শুরু হয় প্রবল শোরগোল। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এহেন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়ে সরকার ও প্রশাসন। জানা গিয়েছে, ২৩বছরের নিহত যুবতীর নাম মৌসুমি আখতার। স্থানীয় লোকজন জানান, ৯মাস আগে হরিপুরের বালিয়াপুকুর গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মৌসুমির বিয়ে হয়। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে নগদ ৩০হাজার টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরকে। কিন্তু তারপরও ১লক্ষ টাকা দাবী করে সে। টাকা না দিলে মৌসুমিকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় জাহাঙ্গীর। মৃতার দাদা জানিয়েছেন, এক লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবীতে গত ১৬ ডিসেম্বর কৌশলে মৌসুমিকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সালিশি সভা বসায় অভিযুক্ত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেদিন রাত ১১ নাগাদ জাহাঙ্গীরের বাড়িতে সালিশি সভা বসে। সেখানে কাজী আব্দুল কালামের নির্দেশে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক মৌসুমিকে ১০১বার চাবুক মারা হয়। মৌসুমির চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলেও প্রতিবাদের সাহস দেখাতে পারেননি কেউই। অমানবিক নির্যাতন সইতে না পেরে পরদিন ২১ডিসেম্বর ওই বাড়িতেই মৃত্যু হয় মৌসুমির। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে মৌসুমির পরিবারকে জানানো হয় যে, সে গলায় ফাঁস দিতে আত্মহত্যা করেছে। তারপরই পুলিশের দ্বারস্থ হয় মৃতার পরিবার। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মৌসুমির দেহ। তাঁর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কাজী আবুল কালামকে। বাকী অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলিপুর জেল থেকে পালিয়ে গেল তিন বাংলাদেশী বন্দি, গাফিলতির জন্যে সাসপেন্ড কারারক্ষীরা

গত ১৪ জানুয়ারী, রবিবার ভোররাতের অন্ধকারে আলিপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের উঁচু পাঁচিল টপকে পালিয়ে গেল তিন বন্দি। এদের মধ্যে দু'জন বিচারাধীন, অন্যজন সাজাপ্রাপ্ত। পলাতকরা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অপহরণ, খুনসহ একাধিক ধারায় অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, মোয়ার মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে অন্য দুই বন্দিকে অচৈতন্য করে গরাদ কেটে তারা সেলের বাইরে বেরোয়। এরপর পড়ে থাকা লোহালক্কর দিয়ে আঁকশি বানায়। নিজেদের ব্যবহারের শাল দিয়ে দড়ি বানিয়ে সেই আঁকশির সাহায্যে রবিবার ভোররাতে পাঁচিল টপকায় তারা।

জেল সূত্রের খবর, কারারক্ষীদেরও ওই ঘুমের ওষুধ দেওয়া মোয়া খাওয়ানো হয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য কারারক্ষীদের অচৈতন্য করার বিষয়টি মানতে চায় নি। যদিও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে তিনজনকে। পলাতকদের খোঁজে বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে। তাদের ছবিও পাঠানো হয়েছে সমস্ত জেলায়। বিষয়টি জানানো হয়েছে বিএসএফকেও। একই সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশকে গোটা ঘটনার কথা জানানো হয়েছে।

তবে এই ঘটনায় জেলের সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। গত ১৩ই জানুয়ারী, শনিবার রাতে কারারক্ষীরা শেষ টহল দিয়েছিলেন রাত ২টো নাগাদ। তারপর তাঁরা গুমটিতে ঘুমোচ্ছিলেন। অনুমান করা হচ্ছে, ভোর ৩টে থেকে ৪টের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। কারাকর্তাদের বক্তব্য, তাঁরা কারারক্ষীদের অচৈতন্য অবস্থায় দেখেননি। তাঁদের আচরণ সন্দেহজনক হওয়ায় ডাক্তরি পরীক্ষা করানো হচ্ছে। তবে তাঁদের কাজে যে গাফিলতি ছিল, মানছেন তাঁরা। সেই কারণেই সাসপেন্ড করা হয়েছে তিনজনকে। অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠেছে, সশস্ত্র পুলিশের অফিসাররাও তো জেলের বাইরে নজরদারির দায়িত্বে ছিলেন। তাঁদের কেন বিষয়টি নজরে এল না? তাঁরাও ঘুমোচ্ছিলেন বলে বক্তব্য স্থানীয়দের।

জানা গিয়েছে, যে এলাকা দিয়ে তারা পালিয়েছে, সেখানে কোনও সিসিটিভি ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে, বন্দিরা আগে থেকেই জানত, কোন এলাকা ক্যামেরার নজরের বাইরে রয়েছে। সেই কারণেই রাস্তায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ নেওয়া হচ্ছে। পলাতক তিন বন্দির নাম ফিরদৌস শেখ, ইমন চৌধুরি ও ফারুক হাওলাদার। এদিন গুনতির সময় দেখা যায় তিনজন জেলবন্দিকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরেই বিষয়টি নজরে আসে কারাকর্তাদের। দেখা যায় আদিগঙ্গার দিকে পড়ে রয়েছে বন্দিদের ফেলে যাওয়া শাল ও জ্যাকেট। তা থেকেই কারাকর্তারা বুঝতে পারেন এই দিক দিয়েই পালিয়েছে।

পুলিশ জানাচ্ছে, ফারুক সোনারপুরে একটি ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় ২০১৩ সালে। ইমনের বিরুদ্ধে অপহরণ ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ রয়েছে। ফিরদৌস ডাকাতি ও বেআইনি অনুপ্রবেশের ঘটনায় অভিযুক্ত। এরা ২০১৪সালে ধরা পড়ে। এদের মধ্যে ইমনের পাঁচ বছরের সাজা হয়েছে। এরা সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক।

কিন্তু জেলের সুরক্ষা ভেদ করে কী করে পালাতে সক্ষম হল এই তিন বন্দি? জেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিন বন্দির ঠিকানা ছিল সাত নম্বর ওয়ার্ড। এখানে ৮০ থেকে ৯০ জন আসামি রয়েছে। ওয়ার্ডের পাশেই গরাদের ধারে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। ওই ওয়ার্ডে থাকা অন্য বন্দিরা কারাকর্তাদের জানিয়েছে, ফারুক বেশ কিছুদিন ধরেই পালানোর ছক কষেছিল। এ জন্য বাংলাদেশী বন্দিদের নিয়ে সে আলাদা বৈঠকও করে।

উত্তর দিনাজপুরে ১২টি গরু সহ আটক ৬ বাংলাদেশী

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্দেশ আছে যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনভাবেই যেন বাংলাদেশে আর গরু পাচার না হয়। কিন্তু এই নির্দেশকে যথাযথ ভাবে পালন করা যে হচ্ছে না তার প্রমাণ ক্রমাগত ভারত-বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে গরুপাচারের নমুনা দেখে। গত ৯ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পুলিশ সোলপাড়া থেকে ৬ বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকালে স্থানীয় আব্দুল মালেকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১২টি গরু উদ্ধারের পাশাপাশি ওহসব বাংলাদেশী নাগরিকদের আটক করা হয়। তাদের হেফাজত থেকে কাঁটাতার কাটার যন্ত্র ও নাইলনের দড়ি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের অনুমান, রাতে সীমান্তের কাঁটাতার কেটে ধৃতরা গরুগুলি বাংলাদেশে পাচার করার পরিকল্পনা করেছিল। ধৃতেরা এদেশে আসার কোনও পাসপোর্ট দেখাতে পারেনি। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁয়।

উলুবেড়িয়াতে মনসা পুজোর মেলায় মুসলিম দুষ্কৃতিদের হামলা, হিন্দুদের বাড়িঘরে ভাঙচুর-আগুন

হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া একটি মহকুমা শহর। এই মহকুমার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত লালতেগড় খড়িয়াময়নাপুর দামনঘাটা এলাকায় গত ১৪জানুয়ারী, রবিবার মনসা পূজা উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করেছিল গ্রামবাসীরা। কিন্তু মেলা চলাকালীন এলাকার কিছু মুসলিম যুবক মেলায় থাকা মহিলাদের কটূক্তি করতে থাকে। মহিলারা প্রতিবাদ করলে তাদের শ্লীলতাহানি করে ওই মুসলিম দুষ্কৃতিরা। তখন মেলায় থাকা হিন্দুরা ওদেরকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ওই মুসলিম দুষ্কৃতিরা যাওয়ার সময় রাস্তায় থাকা তিনটি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর করে এবং একটি ছোটো পিক-আপ গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা ঘটার পরেও মেলা কমিটি দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। কিন্তু যাদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল, তারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এতে একজন মুসলিম দুষ্কৃতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

কালিয়াচকের কুখ্যাত দুষ্কৃতি পুকারী শেখ গ্রেপ্তার

কালিয়াচক থানার পুলিশ গত ১৫ই জানুয়ারী, সোমবার রাতে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে। মালদহ জেলার কালিয়াচকের বিবিগ্রামের থেকে ধৃত ওই দুষ্কৃতির নাম পুকারী শেখ। দীর্ঘদিন ধরে ওই দুষ্কৃতিকে পুলিশ খুঁজছিল। পুলিশ জানিয়েছে, অন্তত ২৫ টি জামিন অযোগ্য মামলা তার বিরুদ্ধে আছে। তার মধ্যে খুন, ডাকাতি, জালনোট পাচার, তোলবাজির অভিযোগও আছে। সম্প্রতি নুরুল শেখ নামের এক যুবকের খুনের ঘটনায় তদন্ত করতে গিয়ে নতুন করে পুকারী শেখের নামে থাকা অভিযোগের তালিকা পুলিশের নজরে আসে। তারপরেই পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। সোমবার রাতে কালিয়াচকের বিবিগ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে ধরা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে রোহিঙ্গা কলোনী গড়ে উঠেছে

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুরের কুলারি এলাকা। এই কুলারিতে স্থানীয় মুসলিম এবং একটি ইসলামিক এনজিও-এর সহযোগিতায় মায়ানমার থেকে আসা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে বসবাস করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ওই কলোনীতে প্রায় আটটি রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবারের ২৯জন প্রাপ্তবয়স্ক, ১১জন শিশু বাস করছে। এদের প্রত্যেকের UNCHR প্রদত্ত শরণার্থী কার্ড রয়েছে। স্থানীয় মুসলিম এনজিও-এর তরফ থেকে ওই আটটি পরিবারকে টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরিবারের পুরুষরা আশেপাশের এলাকাগুলিতে শ্রমিকের কাজ করছে। রোহিঙ্গা শিশুরা স্থানীয় মাদ্রাসাগুলোতে পড়তে পর্যন্ত যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট রোহিঙ্গা মুসলিমদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলা সত্ত্বেও ওই এনজিও-এর তরফে হুসেন গাজী জানিয়েছেন যে ভবিষ্যতে আরো অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম পরিবার এখানে এসে বসতি স্থাপন করবে।

পিকনিক থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সদর মেদিনীপুর শহরের কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত সিপাই বাজারে পিকনিক থেকে ফেরার পথে আক্রান্ত হলো হিন্দু যুবকরা। খাপ্রেল বাজারের ছেলেরা পিকনিক করে 'জয় শ্রীরাম' গান বাজিয়ে ফেরার সময় সিপাই বাজারের কাছে এলে এলাকার মুসলমানরা গান বাজাতে বারণ করে। গান বাজানো বন্ধ করতে রাজি না হওয়ায় ঝামেলা শুরু হয়। ততক্ষণে পুলিশ এসে গেলে ঝামেলা বেশিদূর গড়ায়নি। কিন্তু পরদিন ঐ একই জায়গা দিয়ে পাশের মুচিপাড়ার ছেলেরা পিকনিক করে আসছিল। সিপাই বাজারের স্থানীয় মুসলিম ছেলেরাও বিপরীত দিক দিয়ে পিকনিক করে ফিরছিল, মুখোমুখি হতেই উভয়পক্ষের মধ্যে ঝামেলা বেঁধে যায়। গাড়ি দাঁড় করিয়ে হিন্দু ছেলেদের উপরে লাঠি, তলোয়ার নিয়ে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে এবং ব্যাপক মারধোর করে। তাদের মারে রাজ রাউত, রবি সিং, অমরজিৎ গুরুতর আহত হয়।

হিন্দু সংহতি

হিন্দু সংহতি-র দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮, বুধবার

বিরাট হিন্দু সমাবেশে যোগ দিতে

কলকাতা চলো

স্থান ঃ রাণী রাসমণি এভিনিউ, ধর্মতলা ।। বেলা ১২-০০টা

শিয়ালদহ স্টেশনের নতুন নাম "শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টার্মিনাস" করতে হবে।

অন্যান্য বক্তা ঃ

স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ, *ভোলাগিরি আশ্রম* ।। করুণালঙ্কার ভিক্ষু, *চেয়ারম্যান, পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপ* এবং অন্যান্য অতিথিবর্গ

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি ◆ <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006, Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas, Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686